

মধ্যমগ্রামের আগুনে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগণা, ৪ মার্চঃ মধ্যমগ্রামের আগুনে একজনের মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। ২-৩ জন আহত। ধ্বংসস্তূপে আর কেউ আটকে আছেন কি না, চলাছে খোঁজ। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ মধ্যমগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন ফ্লাইওভারের নীচে ভয়াবহ আগুন লাগে। স্থানীয়রা জানান, প্রথমে একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লাগে। তার পিছনে কাঠগোলা। মিষ্টির দোকানটির পাশে একটি সেপুন, তার পরে আরও একটি ছোট মিষ্টির দোকান। সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে এই দোকানগুলির। তার পরেই রাস্তার উত্তরে বড় দুটি খাবারের দোকান। সেগুলিতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়। একের পরে এক সিলিন্ডার রাষ্ট্র হতে থাকে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সিপিএম নেতা অলোক সাহা এ দিন অভিযোগ তোলেন, “এই জায়গাটা আগে এরকম ভিড়ে ঠাসা ছিল না। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছিলাম। এর পরে এখানে একের



পরে এক দোকান, বেআইনি ভাবে বসতি গড়ে তোলা হয়। এ সবার কারণে মানুষ চলাচল পর্যন্ত করতে পারে না। বার বার পুরসভাকে বললেও কাজ করে না। হয়ত এ ভাবে দোকান বসালে কিছু মানুষের ভেত চলে ঠিক। কিন্তু সার্বিক ভাবে সকলের নিরাপত্তাটা অগ্রাধিকার। সেটা দেখা হচ্ছে না।” ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী, র্যাক রয়েছে। আগু মুভার এনে দোকান ভাঙার কাজ চলছে। ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বলেন, “আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তবে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসেছে। এখনই আগুন লাগার কারণ জানা সম্ভব নয়।” স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জয় দত্ত জানান, কাঠগোলায় ভিতরে আগুন লাগে। এক হাত দূরে তার দোকান। কী ভাবে যে দোকান বেঁচেছে, ঈশ্বর জ্ঞানেন। আরেক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, নারকেল গাছের সমান আগুন ছড়ায়। তড়িঘড়ি দমকলের ইঞ্জিন চলে আসায় বিপদ অনেকটাই এড়ানো যায়। তবে প্রথমটা মারাত্মক ছিল। হোলির দুপুরের এই ঘটনায় এখনও আতঙ্ক এলাকাবাসীর চোখেখুঁখে। দমকলের বারাসত স্টেশন অফিসার শুভজিৎ লোধ জানান, মধ্যমগ্রাম, বাসাসত, বিরাটি থেকে মোট ৫টি ইঞ্জিন আসে। এখনও অর্ধি একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন তাঁরা। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। তবে কোনও হোটেলের কর্মচারী বলেই মনে হচ্ছে।

শুক্রবার মেট্রো চ্যানেলে মমতার সঙ্গেই অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ‘নাগরিকদের ভোটাধিকার, এই আমাদের অঙ্গীকার’, মূলত এই স্লোগানকে সামনে রেখেই, মৌল পেরোতেই পথে নামছে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের বক্তব্য, এসআইআর-এর মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদ এবং বাংলার বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরোধিতায়, এই ধনী অবস্থান। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন, দলের সুপ্রিমো শুক্রবার অর্থাৎ ৬ মার্চ মেট্রো চ্যানেলে ধন্য বসবেন। তবে কেবল ঘোষণা নয়, ওই ধন্য মমতার পাশেই থাকবেন অভিষেক। দলীয় সূত্রের খবর তেমনটাই। জানা গিয়েছে, শুক্রবার মেট্রো চ্যানেলে, ধর্ম মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন দু’জনেই। এসআইআর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বঙ্গ এসআইআরের শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। রাজ্যে যে এই প্রক্রিয়া সচিক ভাবে হচ্ছে না সেই



তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে। তারপরেই রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি জানান, আগামী ৬ মার্চ অর্থাৎ শুক্রবার মেট্রো চ্যানেলে ধন্য বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান

থেকে তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। অভিষেক বলেন, “৬ তারিখ মেট্রো চ্যানেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই নিয়ে দুপুর দুটো থেকে অবস্থান বিক্ষোভ ও তৃণমূল নেতৃত্বদের ধর্মান্ধে আসার আহ্বান জানান অভিষেক। এদিন তিনি বলেন, “তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। দূর থেকে যারা আসেন তাদের আমি এখনই আসতে বলব না। এসআইআর চলছে, আগামী ১০-১৫ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে সকলে আসুন তবে নিজের এলাকা সামলে।” রবিবার তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠকে একটি ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়। তারপরই অভিষেক দাবি করেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিজেপি আগে থেকেই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতাদের মুখে বহুবার ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদের একটি হিসাব বার বার শোনা যায়। খসড়া তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা এবং বিচার্যধীন তালিকার পরিসংখ্যান যোগ করলে ঠিক ওই সংখ্যার ভোটারদেরই তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যত্নবদ্ধ করা হয়েছে।

দোলের দিন ভবানীপুরে বিতর্কিত স্লোগান, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে জোড়া এফআইআর দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চঃ দোলের দিন ভবানীপুরে তালা একাধিক স্লোগানকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধল। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর

বুধবার ভবানীপুর থানাতেও আরেকটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংগঠনের বক্তব্য, শুভেন্দুর নাস্তিকতা নিপাত যাক, সেকুলারিজম নিপাত যাক - এই স্লোগান কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য

শোনা যায়। পাশাপাশি ভক্তিমূলক গানে অংশ নিতেও দেখা যায় তাঁকে। এই ঘটনাকেই সামনে রেখে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, উৎসবের মঞ্চেও নির্বাচনী বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শুভেন্দুর সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ঘন ঘন মফ্বর, দলীয় বৈঠক এবং সংগঠন সভাবৃত করার উদ্যোগ নজরে এসেছে। এলাকায় একটি বিশেষ কৌশলকেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও শোনা যাচ্ছে। ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কি এই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হতে পারেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর শক্ত ঘাঁটিতে আগেভাগে সংগঠন গোছানো বিরোধী শিবিরের কৌশলের অংশ হতে পারে। বিজেপির একাংশের ধারণা, আগামী নির্বাচনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর থেকেই লড়তে পারেন। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই জমি প্রস্তুতের ইঙ্গিত মিলছে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকা প্রকাশের পর শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ভবানীপুরে মমতাকে জেতানোর মতো সমর্থন আর নেই। তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রীও পাল্টা বলেছেন, যত বাধাই আসুক, ভবানীপুর থেকে তিনিই জয়ী হবেন। ফলে দোলের স্লোগান ঘিরে তৈরি বিতর্ক এখন বৃহত্তর নির্বাচনী সমীকরণের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছে।

বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে জোড়া এফআইআর। অভিযোগ করেছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট মন্তব্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং সংবিধানের ভাবনার পরিপন্থী। মঙ্গলবার সন্ধ্যে বাণিগঞ্জ থানায় প্রথম লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে।

নয়, বরং মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধিতা। তাই আইনানুগ পদক্ষেপের দাবি তুলেছে তারা। দোলের আবহে শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা যেন সুরক্ষিত থাকেন, সেই প্রার্থনাই তিনি করছেন। তার মন্তব্যের পর ‘হিন্দু-হিন্দু ভাই-ভাই’ স্লোগান

ডিওয়াইএফআইয়ের অভিযোগ, এত গুরুতর মন্তব্যের পরও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ঝুঁকিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি। তাদের দাবি, রাজ্যের একাধিক থানায় আরও অভিযোগ দায়ের করা হবে। গত কয়েক মাসে ভবানীপুরে

শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের জাহাজে সাবমেরিনের ‘হামলা’! ১০১ জন নিখোঁজ, আহত ৭৮

নিজস্ব প্রতিবেদন

আরব দুনিয়ার সংঘাতের দাঁচ সরাসরি ছড়িয়ে পড়ল ভারতের কাছে। পড়শি দ্বীপ-দেশ শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে এক ইরানি জাহাজে ভয়াবহ বিপর্যয়ের খবর মিলেছে। শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সূত্র উদ্ধৃত করে এক আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, ইরানি ওই জাহাজে সাবমেরিন থেকে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনায় অন্তত ১০১ জন এখনও নিখোঁজ। আহত হয়েছেন ৭৮ জন। সমুদ্রের বুকে আচমকা এই আঘাতের পর শুরু হয় উদ্ধার তৎপরতা। ডুবতে থাকা জাহাজ থেকে অন্তত ৩০ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কার বাহিনী। তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সূত্রের দাবি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার

জলসীমার অদূরে ঘটনাটি ঘটে। এটি চিহ্নিত দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত হামলা - তা নিয়ে খোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। ঘটনার পিছনে আমেরিকার হাত থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরান-ইজরায়েল সংঘাত

ছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি মানববিহীন জলযান সরাসরি ট্যাঙ্কারের ইঞ্জিন কক্ষে আঘাত হানে। বিশ্বেদ্রারণের পর সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এক ভারতীয় কর্মী। জাহাজে মোট



শুরু হওয়ার পরপরই ওমান উপকূলে একটি তেলবাহী জাহাজে গিয়েছে। ঘটনার পিছনে আগুন লাগে। মৃত্যু হয় এক ভারতীয় নাবিকের। মাসকাট গার্নেরটের পোর্ট সুলতান কাবুস থেকে প্রায় ৫২ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে হামলাটি ঘটে। আক্রান্ত জাহাজটির নাম ‘এমকেডি ডিয়োম’। মার্সাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী এই ট্যাঙ্কারটিতে হামলার সময় প্রায় ৫৯,৪৬৩ মেট্রিক টন পণ্য বোঝাই

২১ জন নাবিক ছিলেন - এর মধ্যে ১৬ জন ভারতীয়, চার জন বাংলাদেশি এবং এক জন ইউক্রেনীয়। বাকি সদস্যদের উদ্ধার করে পানামার বাণিজ্যিক জাহাজ ‘এমডি স্যান্ড’। উদ্ধারকাজে সময় লাগে। ট্যাঙ্কারটিতে হামলার সময় প্রায় ৫৯,৪৬৩ মেট্রিক টন পণ্য বোঝাই

মহার্ঘ হতে চলেছে রান্নার গ্যাস? ভারতে একধাক্কায় ৪০% গ্যাস সরবরাহ কমাল কাতার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ মার্চঃ ইরান বনাম ইজরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের মারাত্মক প্রভাব এবার সরাসরি পড়তে শুরু করল ভারতে। প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম বৃহৎ সরবরাহকারী দেশ কাতার ভারতের উদ্দেশ্যে এলএনজি রফতানি একধাক্কায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। কাতারের গ্যাস প্লাস্টিকুলিতে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আসন্ন দিনে ভারতে রান্নার গ্যাস এবং সিএনজি-র দাম হ হু করে বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে কাতারে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইরান। এখানেই শেষ নয়, গত সোমবার কাতারের দুটি অন্তত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এলএনজি প্ল্যান্ট, রাস লায়ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এবং মেসাইদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালায় তারা। হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কাতার বাধ্য হয়ে তারের বছরে প্রায় ২৭ মিলিয়ন টন এলএনজি

সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এর জেরেই বিশ্বব্যাপী গ্যাস সরবরাহে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। কাতার থেকে রফতানি



হওয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম বড় ক্রেতা হল ভারত। সরবরাহ ব্যাহত হওয়া দেশের বাজারে এর চৌকন রিনিঅ্যাকশন দেখা যেতে পারে। ভারত বছরে প্রায় ২৭ মিলিয়ন টন এলএনজি

আমদানি করে, যার প্রায় ৪০ শতাংশই আসে কাতার থেকে। এই বিপুল পরিমাণ গ্যাস মূলত বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন থেকে শুরু করে

পরিষ্কৃতির জেরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ ‘হরমুজ প্রণালী’ দিয়ে তেল ও এলএনজি সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইরান এই প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ এবং এলএনজি-র প্রায় ৫৪ শতাংশ এই পথ দিয়েই আসে। কাতার ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে গ্যাস আসার মূল ট্রানজিট রুট এটিই। বাণিজ্যিক জাহাজ চালালে চারমু বৃকি তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম এবং জাহাজের পরিবহণ খরচ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে ইতিমধ্যেই গ্যাস আমদানিকারক সংস্থা ‘পেট্রোনেট’ এলএনজি লিমিটেড’ জরুরি পদক্ষেপ করেছে। সূত্রের খবর, পেট্রোনেটের পক্ষ থেকে তাদের প্রধান গ্যাস গ্রাহক, সৌইল লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে কাতার থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯২ ছাড়াল ডলারের দর

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধে কতটা সংকটে ভারতীয় টাকা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের উত্তাপ এবার সরাসরি আঘাত হানল ভারতের অর্থনীতিতে। ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে হঠাৎ তেলদামের উল্ক্ষন, আর তারই ধাক্কায় বুধবার রেকর্ড নিম্নস্তরে নেমে গেল ভারতীয় মুদ্রা। ডলারের বিপরীতে টাকার দর প্রথমবারের মতো ৯২ ছাড়িয়ে ৯২.৩০ টাকা পর্যন্ত নেমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে টাকার ওপর চাপ আরও বাড়তে পারে। ভারতীয় মুদ্রার পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অপরিশোধিত তেলের দাম। ইরান-আমেরিকা সংঘাত তীব্র হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে ব্রেন্ট

ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮২ ডলার ছাড়িয়ে গেছে, মাত্র দুদিনে প্রায় ১২-১৩ শতাংশ বেড়েছে দাম। ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি বিশেষ ঊর্ধ্বগের। কারণ দেশের মোট তেলের প্রয়োজনের ৮০ শতাংশের বেশি আমদানি করতে হয়। তেলের দাম বাড়লে আমদানি খরচ দ্রুত বেড়ে যায়, ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ে এবং টাকার ওপর চাপ তৈরি হয়। অর্থনীতিবিদদের হিসাব বলছে, ক্রুড তেলের দাম প্রতি ১ ডলার বাড়লে ভারতের আমদানি খরচ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যায়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, উপসাগরীয় অঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হলে ভারতের অর্থনীতিতে তার বড় প্রভাব পড়তে

পারে। কারণ এই অঞ্চল দিয়েই ভারতের বড় অংশের বাণিজ্যপথ, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদেশে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে বাজার জীবিকা নির্ভর করে। টাকার পতনের



সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারেও ধাক্কা লেগেছে। বুধবার লেননে চলাকালীন সেনসেজ প্রায় ১৮০০ পয়েন্ট পড়ে যায়। নিকটি ৫৫০ পয়েন্টের বেশি নেমে যায়। একদিনেই বিএসই-তে তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির বাজার মূলধন প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা কমে যায়। বাজারে অস্থিরতা মাপার সূচক ইন্ডিয়া ভিআইএক্স-ও ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার এই আবহে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীরা ভারতীয় বাজার থেকেও টাকা তুলতে শুরু করছেন। গত কয়েক সপ্তাহে হাজার হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন তাঁরা। মুদ্রার দর কমে গেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের লাভও কমে যায়। ফলে আরও পুঁজি বেরিয়ে যাওয়ার

সতর্কবার্তা, যদি তেলের দাম দীর্ঘদিন চড়া থাকে, তাহলে টাকার ওপর চাপ বাড়তেই পারে। এমনকি ডলারের বিপরীতে টাকা ৯৩-এর কাছাকাছি পৌঁছানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেক বিশ্লেষক। তেলের দাম বাড়লে তার প্রভাব পড়ে গোটা অর্থনীতিতে। কারণ, এর ফলে পরিবহণ খরচ বাড়ে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির চাপ তৈরি হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। সব মিলিয়ে ইরান-আমেরিকা সংঘাত যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বাণিজ্য ঘাটতি এবং টাকার দর-সব ক্ষেত্রেই চাপ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

‘বদনামের চেষ্টা, সত্য জয়ী হবে’, অভিযোগ খারিজ করে চন্দ্রিমাকে পাল্টা ট্যাগ সিইও- দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চঃ সম্পত্তি নিয়ে তৃণমূলের তোলা অভিযোগে এবার জবাব দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সিইও- দফতরের করা পোস্টে কমিশনের মুখপাত্র আকাশ বাণীর পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকেও ট্যাগ করা হয়েছে। পোস্টে লেখা হয়েছে, মিসেস আগরওয়াল তাঁর বিয়ের আগে থেকেই বিষয়সম্পত্তির মালিক ও ১৯৮৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অয়কর রিটার্ন দাখিল করে আসছেন। তাঁর আর্থিক বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও আইনসিদ্ধ। এরপরই একটি প্রবাসের উল্লেখ করে অভিযোগকারীদের খোঁচা দিয়েছে সিইও দফতর। আর তাতে লেখা হয়েছে “বদনাম করে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা। সত্য ও আইনের শাসন জয়ী হবে।” ২০১৩ সালের একটি খবরের স্ক্রিন শট পোস্ট করে সোমবার রাতে মনোজ আগরওয়ালের উদ্দেশ্যে চন্দ্রিমা লিখেছিলেন, “মনোজ আগরওয়াল আধিকারিকদের লক্ষ্যণরেখা মনে করিয়েছেন। সার্ভিস রুল বুক সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। কিন্তু কোথায় তাঁর নৈতিকতা থাকে, যখন তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিটে অবৈধ

সম্পত্তি ও ৩০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উল্লেখ রয়েছে।” আর চন্দ্রিমার পোস্টের পরই মনোজ আগরওয়ালকে বিখত ময়দানে নেমে পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব। একের পর এক পোস্ট করেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য ও সুদীপ রাহারা। বাডির জালালা দিয়ে মোটের বাস্তব পাশের জমিতে মেলিয়েছিলেন। সে তো রোমহর্ষক তদন্ত। এবার প্রশ্ন, তাঁর হয়ে নির্বাচন কমিশন বলতে গেলেন, এ তদন্ত তো তাদের হাতে ছিল না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ছিল। বিজেপির মুখপাত্র জগমোজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “যদি ইউপিএ জমানার কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তার দায়ভার নিতে হয় তৎকালীন সরকারকে। ইউপিএ সরকারের শরিক ছিল তৃণমূল। সিইও ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা যদি অ্যাকটিউল হয়ে থাকে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের দুর্নীতি মামলাগুলোতে ক্ষেত্রে তো হয়নি।

পরিষ্কৃতির জেরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ ‘হরমুজ প্রণালী’ দিয়ে তেল ও এলএনজি সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইরান এই প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ এবং এলএনজি-র প্রায় ৫৪ শতাংশ এই পথ দিয়েই আসে। কাতার ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে গ্যাস আসার মূল ট্রানজিট রুট এটিই। বাণিজ্যিক জাহাজ চালালে চারমু বৃকি তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম এবং জাহাজের পরিবহণ খরচ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে ইতিমধ্যেই গ্যাস আমদানিকারক সংস্থা ‘পেট্রোনেট’ এলএনজি লিমিটেড’ জরুরি পদক্ষেপ করেছে। সূত্রের খবর, পেট্রোনেটের পক্ষ থেকে তাদের প্রধান গ্যাস গ্রাহক, সৌইল লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে কাতার থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা

দোল-হোলিতে কড়া নজরদারি, মত্ততা ও অভব্য আচরণে গ্রেপ্তার ৩৩০



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৪ মার্চ : রঙের উৎসব ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য এ বছরও নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছিল কলকাতা পুলিশ। দোলের দিন অভব্য আচরণ, মত্ত অবস্থায় রাস্তায় ঘোরাফেরা ও গোলামালের অভিযোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ২৫ লিটার বেআইনি মদ। লালবাজার সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে। উসবের আবহে কেউ যাতে আইন হাতে ভুলে না নেন, কিংবা রঙের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করেন, সে ব্যাপারে ছিল কড়া নজরদারি। শুধু দোল নয়, পরদিন হোলিতেও সকাল থেকে শহরজুড়ে বাড়তি সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে।রঙের উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা শহরে প্রায় চার হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ মোা, ব্যস্ত রাস্তা, আবাসিক এলাকা ও সংবেদনশীল অঞ্চলে বাড়ানো হয় উহলদারি। রাস্তায় নেমেছিলেন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ও

অস্ত্র সহ দুজন দৃষ্কৃতি গ্রেফতার মৈপীঠে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি,৪ মার্চ : সামনে বিধানসভার নির্বাচন।আর তার আগে পুলিশের তপরতায় গ্রেফতার দুই মৈপীঠে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরী এলাকায় গরু চুরির উদ্দেশে জড়োা হয়েছিল একদল দৃষ্কৃতি।পুলিশ হানা দিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে, বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃত দুজন হল - দুরন্ত হালদার,বাডি রায়দীঘি থানা এলাকায় ও টমারটা শেখ,বানি উত্তি থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড কার্তুজ এবং ব্যবহার করা বুটেরো পিক আপ ভ্যান গাড়িটি আটক করেছে। ধৃত দুজনকে বুধবার মৈপীঠ উপকূল থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

জয়নগর মজিলপুরে দোল উৎসবে মিলে গেল সবাই

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর,৪ মার্চ : শীতকে বিদায় জানিয়ে বসন্ত এলো ঘরে। আর সেই বসন্ত উসবের সূচনা হলো বাঙালির প্রিয় উৎসব দোল উৎসবের মধ্যে দিয়ে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাঠের নেচার পার্কে সাতরঙা ভাবনায় ৫ ম বর্ষের বসন্ত আগমনী উৎসব পালন করা হয়।এদিনের এই রঙিন উসবে সামিল হয়ে সবার সাথে আনন্দ ভাগ করে নিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশুনাথ দাস। এছাড়া এদিনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, কাউন্সিলার নব গোপাল গাঙ্গুলি, সমাজসেবী তৃহিন বিশ্বাস, সাতরঙার উদ্যোক্তা শৌচিত্র ভদ্র সহ আরো অনেকো। রাজনীতির রঙ ভুলে এদিন একে অপরকে আবির মাথিয়ে এই উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলো। পাশাপাশি নৃত্য,গান, আবৃত্তি সহ একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। সাথে আয়োজকদের তরফে সবার জন্য মিষ্টি মুখ ও টিফিনের আয়োজন করা হয়েছিল।এদিন বিধায়ক বিশুনাথ দাস বসন্ত উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরে সবাই কে ধন্যবাদ জানান। আয়োজকদের তরফে আগামী বছর আরও নতুন কিছু ভাবা হবে বলেও জানানো হয়।আর সব মিলিয়ে সাতরঙার ভাবনায় সাতরঙে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল এবারের দোল উৎসব।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা — 277

কলকাতা

কলকাতার খবর

ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকরাও দোলের দিন শহরে প্রায় ৪০০টি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছিল। এর মধ্যে ৮৬টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিশেষ পিকেটে মোতায়েন ছিলেন অন্তত ছয়জন করে পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী। পাশাপাশি আরও ৩১২টি স্থানে তিনজন করে পুলিশকর্মী নিয়ে সাধারণ পিকেট রাখা হয়। শুধু স্থির পিকেটিং নয়, চলমান নজরদারির জন্য রাখা হয়েছিল ‘ রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড’। ৬২টি পিসিআর ভ্যান ও কুইক রেসপন্স টিম শহরজুড়ে টহল দিয়েছে। প্রত্যেক থানার অধীনে সরু ও আবাসিক রাস্তাগুলিতেও পুলিশ বাইক টহল জোরদার করা হয়, যাতে দ্রুত কোনও অভিযোগের জায়গায় পৌঁছনো যায়। ঘাটে বিশেষ নজর-দোলের দিন রঙ খেলার পর অনেকেই গঙ্গা বা অন্যান্য জলাশয়ে স্নান করতে যান। কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় জলে নামা থেকে দূর্য্চনার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই মঙ্গলবার থেকেই শহরের ৬৬টি গঙ্গা ও অন্যান্য জলাশয়ের ঘাটে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্তত ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে মোতায়েন ছিল বিশেষ ডিএমজি টিম। ঘাট এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, নজরদারি ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে কেউ মত্ত অবস্থায় জলে নামতে না পারেন। বেআইনি মদ অবতান-- উৎসবের আবহে বেআইনি মদের কারবারও বাড়ে। তাই দোলের এগারো রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযান চালিয়ে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা — 277

কলকাতার খবর

কলকাতার খবর

প্রায় ২৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, বেআইনি মদ্যপান এবং নেশাপ্রস্তু অবস্থায় রাস্তায় বিশৃঙ্খলা রুখতেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জোর করে রং দিলে কড়া ব্যবস্থা-রঙের উসব মানেই আনন্দ, কিন্তু সেই আনন্দ যাতে কারও অস্বস্তির কারণ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে পুলিশ। জোর করে রং দেওয়া, রং খেলার নামে সন্ত্রাসীতাহানি বা অভব্য আচরণের অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রত্যেক থানাকে। লালবাজারের পক্ষ থেকে বহুতলের ছাদ বা বারাদা থেকে জলভর্তি বেলুন ছোড়ার ঘটনা সামনে আসে। এতে পথচারীরা আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ বছর সেই প্রবণতা রুখতেও নজরদারি বাড়ানো হয়। আবাসিক এলাকায় টহলদারি জোরদার করা হয় এবং অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়। শহরের দশটি ডিভিশনে একেকটি করে বিশেষ ডিএমজি টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কোথাও গোলামলের খবর এলেই যাতে অল্প সময়ের মধ্যে বাহিনী পৌঁছতে পারে, সে জন্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা — 277

কলকাতার খবর

কলকাতার খবর

প্রতিটি থানাকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে বলা হয়। পুলিশের এক কর্তা জানান, উসবের দিনে ছোটখাটো ঘটনা বড় আকার নিতে পারে। তাই প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। নজরদারিতে হোলিও-দোলের পরদিন হোলিতেও একইভাবে নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে। সকাল থেকেই টহলদারি, পিকেটিং ও ফ্লাইং স্কোয়াড সক্রিয় ছিল। উৎসবকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন পার্ক, খোলা মাঠ ও আবাসিক এলাকায় নজর রাখা হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, উসব মানেই আনন্দ, কিন্তু আইন ভেঙে নয়। রাস্তায় মত্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা অন্যকে বিরক্ত করার কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না। নিরাপদ উৎসবের বার্তা-সব মিলিয়ে, দোল ও হোলি উপলক্ষে এ বছরও শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছিল কলকাতা পুলিশ। ৩৩০ জনের গ্রেপ্তারি ও বেআইনি মদ বাজেয়াপ্তের ঘটনায় স্পষ্ট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও যুকি নেয়নি প্রশাসন। উৎসবের আনন্দ যাতে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ থাকে, সেটিই ছিল মূল লক্ষ্য। পুলিশের তরফে বারবার আবেদন জানানো হয়েছে-রঙ খেলুন, আনন্দ করুন, কিন্তু আইন মেনে এবং অনের প্রতি সম্মান বজায় রেখে। রঙের আবহে শহর যেমন রঙিন, তেমনিই সতর্কও। আর সেই সতর্কতার জেরেই বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই কাটল দোলের দিন।

বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় জয়নগর সাংগঠনিক জেলায় দুদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

ড জ্জ ল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৪মার্চ : বিধানসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি ১লা মার্চ থেকে রাজা জুড়ে পরিবর্তন সংলগ্ন যাত্রা শুরু করেছে।২ রা মার্চ মথুরাপুরে এই যাত্রার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা এলাকায় এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ ঘুরবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই রথ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলায় ঘুরবে। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নন্দর বলেন,বৃহস্পতিবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভায় বাহির সোনা মোড়ে সকাল ১০ টায় এই রথের যাত্রার সূচনা হবে এর পরে এদিন দুপুরে গোসাবা বিধানসভার মঙ্গলজিউদা নীলকন্ঠ মোড়ে জনসভা হবে। ওই একই দিনে পরিবর্তনের শোভাযাত্রা ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা হয়ে কুলতালি বিধানসভায় প্রবেশ করবে এবং

বিবাস্বত পত্রিকা ও রামধনু গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ মার্চ : লিটল ম্যাগাজিনের জগতে ‘বিবাস্বত’ সাহিত্য পত্রিকার যাত্রাপথ শুরু হলো গত ১লা মার্চ, রবিবার। লীলা রায় সভায়ের হৈ হৈ করে প্রকাশিত হলো শব্দ্য শুভ চট্টোপাধ্যায় (সুনিত) সম্পাদিত এই পত্রিকা। প্রকাশিত হয় সোমা নায়কের শিশু সাহিত্যের ওপর রচিত ছড়ার বই রামধনু বইটিও। স্বাগত ভাষণ দেন সাহিত্যিক দিলীপ রায়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি অসীম দাস, পম্পা ভট্টাচার্য, অমিতাভ স্বর্নকার, লক্ষী বিশ্বাস, সত্যজি ভূঁইয়া,প্রমুখ। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন মিলি দাস, অতিজিৎ বোরা, বিজন মন্ডল, সোমা নায়ক, ক্ষমা কংসবনিক, বাদল বর্মন প্রমুখরা। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের স্মারক দিয়ে

পরের দিন শুক্রবার সকালে জলাবেড়িয়া আশ্রমের রামেশ্বরম শিব মন্দিরে পূজা অর্চনার মধ্যে



দিয়ে পরিবর্তন যাত্রা সূচনা হইবে। শুক্রবার এই পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ও রাজ্যে বিজেপির যুবমোর্চার সভাপতি হৃদন্দীনীল খাঁ, প্রবাল রাহা , ফান্ডানী পাত্র, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি উৎপল নন্দর সহ আরো অনেকে।এদিন জালাবেড়িয়ার

রামেশ্বরম মনিসন্দর থেকে এই যাত্রা জমতলা হয়ে সিকিরহাট হয়ে প্রিয়নাথের মোড় দিয়ে পদ্যার মোড় হয়ে ময়দা যুবক সংঘের মাঠে দুপুর ১২ টায় এক জনসভা হবে। সেখান থেকে বুড়োরঘাটের উপর দিয়ে জয়নগর থানার মোড়ের উপর দিয়ে বহুদূ হয়ে দক্ষিণ বারাসহরে মোড় হয়ে মগরাহাটের আতাসুরা মিশন মাঠে জনসভার মধ্যে দিয়ে চাকদহের উপর দিয়ে জুলপিয়ায় গিয়ে এদিনের পরিবর্তন পরিকল্পিত



সম্মানিত করার সাথে সাথে সম্পাদক শব্দ্যশুভ্রের নারীশক্তির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ, শিশুশিল্পীদের প্রতিভা প্রকাশে সহাতার পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের

উপস্থিত সভাটির উর্কর্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রমাণ করে সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রতি আয়িক টারের অপরিহার্যতা, পরিষেবে বলি, গান, মনোজ্ঞ আলোচনা এবং কব্যা পরিবেশনায়। সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই সভা।

গল্ফগ্রীনে বসন্ত উৎসব

উপস্থিত হয়েছিলেন এবং উপভোগ করলেন এই নৃত্যনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ওই এলাকার কাউন্সিলর শ্রী তপন দাশগুপ্ত মহাশয়। অংশগ্রহণে ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী জ্যোতিন্দ্র সেন বরাটসহ বিনোদা চক্রবর্তী, অহনা, বৃষ্টি, অদিদিপা, অজিরা, অদিব্রী, অর্চিতা, অরুণী, গীতশ্রী ও অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংসদ সায়নী ঘোষের উপস্থিতি এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত দর্শক হাততালির সাথে তাঁকে অভিবাদন জানায়। শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের ধারা বজায় রেখে তিলোত্তমা কোলকাতার বুকেই উদযাপিত হলো এক অনন্য উৎসব যা উপস্থিত দর্শকের মনকে রঙে রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেল।

উপস্থিত হয়েছিলেন এবং উপভোগ করলেন এই নৃত্যনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ওই এলাকার কাউন্সিলর শ্রী তপন দাশগুপ্ত মহাশয়। অংশগ্রহণে ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী জ্যোতিন্দ্র সেন বরাটসহ বিনোদা চক্রবর্তী, অহনা, বৃষ্টি, অদিদিপা, অজিরা, অদিব্রী, অর্চিতা, অরুণী, গীতশ্রী ও অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংসদ সায়নী ঘোষের উপস্থিতি এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত দর্শক হাততালির সাথে তাঁকে অভিবাদন জানায়। শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবের ধারা বজায় রেখে তিলোত্তমা কোলকাতার বুকেই উদযাপিত হলো এক অনন্য উৎসব যা উপস্থিত দর্শকের মনকে রঙে রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেল।

কলকাতার খবর

প্রতিবেশী এক মহিলাকে কটুস্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর,৪ মার্চ : দোলের দিন প্রতিবেশী এক মহিলাকে কটুক্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার দুজন জয়নগরে। দোলের দিন জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডে প্রতিবেশি এক মহিলাকে কটুক্তি করে ঐ মহিলারই প্রতিবেশী দুই যুবক। আর ওই দিনই ঐ মহিলার জয়নগর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে রাজশেখর চক্রবর্তী (৩১)ও সৌরিন চক্রবর্তী (২৮)নামে দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুজনেই ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

হাওড়ার ঘুসুড়ি ধাম শ্যাম মন্দিরে পালিত হল হোলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ মার্চ : হাওড়ার ঘুসুড়ি ধাম শ্যাম মন্দিরে ঐতিহ্য মেনেই পালিত হল হোলি। রংয়ের উৎসবে উপঢে পড়লো ভিড়। রঙের উৎসব হোলি। আর এই হোলিতে হাওড়ার ঘুসুড়ির শ্যাম মন্দিরে উদ্গে পড়লো ভিড়। ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে হোলির শুভক্ষণে হাওড়ার ঘুসুড়ির শ্যাম মন্দিরে বুধবার সকাল থেকে লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িধাম শ্যাম মন্দিরে ভক্তরা হোলি খেলায় মেতে ওঠেন। বিপুল সংখ্যক শ্যাম ভক্ত একে অপরের গায়ে আবির মাথিয়ে হোলি উদযাপন করেন। শ্যাম এবং রাধা ভক্তরা এখানে হোলি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ এখানে আসেন। ভক্তদের উপস্থিতিতে হাওড়ার এই শ্যাম মন্দির হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে যেন এক টুকরো মথুরা বা বৃন্দাবন। সবমিলিয়ে, রঙের খেলায় মাতিয়ে দিতে এবং নিজেদের রঙিন করতে রঙের উৎসবে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষ।

হাওড়ার নিশ্চিন্দায় ভাগাড়ে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ মার্চ : হাওড়ার নিশ্চিন্দায় ভাগাড়ে আগুন, আগুন পুরোপুরি নেভাতে কালধাম ছুটলো দমকলের। দূষণের আশঙ্কায় এলাকাবাসী। মঙ্গলবার দোলের দিন থেকে ওই ভাগাডের বিশাল স্তম্ভে প্রথম আগুন দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইউআইডিএআই-এর চিফ একজিকিউটিভ অফিসার ভুবনেশ কুমার জানিয়েছেন, সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হলে সাধারণ মানুষ আধার সংক্রান্ত পরিষেবা আরও দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে পাবেন। রাজ্যের বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। এদিন ভাগাড়ে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগ্রাণ চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও বুধবার হোলির দিল বিকলে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত তখনও যিকিঁকি জ্বলছে আগুন। উল্লেখ্য, ভাগাডের জঞ্জালের স্তম্ভে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস থাকার কারণেই কখনোখনো সেখানে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। এবং তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ভাগাড়ে মাঝে মধ্যেই এমন আগ্রিকণ্ডের সমস্যা দেখা দেয়। এদিকে উৎসবের দিনে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

পানিট্যাংকি চেকপোস্ট সিল করল রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ মার্চ : আগামীদিন প্রতিবেশী নেপালে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের নেপাল সীমান্তবর্তী পানিট্যাংকি চেকপোস্ট সিল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এলাকায় রাজ্যের সঙ্গে নেপালের যে প্রায় একশো কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সমস্ত সীমা বল কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পুলিশ অ্যাকাডেমিতে আধুনিক প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৪ মার্চ : রাজ্য পুলিশের একাডেমিক ও প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বারাকপুরে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পুলিশ অ্যাকাডেমি (এসডিএসপিএ)-তে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি আধুনিক প্রযুক্তি-সক্ষম পাবলিক লাইব্রেরি। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগ পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারটি মূলত পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আধিকারিকদের একাডেমিক এবং প্রশিক্ষণমূলক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তৈরি করা হচ্ছে। তবে এটিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না।

নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের জন্যও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে এটি ভবিষ্যতে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক পাবলিক স্পেস হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, লাইব্রেরিটি হবে প্রযুক্তি-নির্ভর ও আধুনিক পরিকাঠামোসমৃদ্ধ। এখানে থাকবে একাধিক স্ক্রেনেটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ, যাতে প্রশিক্ষণরত অফিসাররা অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারেন। স্ক্যানিং ও ফটোকপি পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হবে, যাতে গবেষকামূলক কাজ বা নথিপত্র সরক্ষণ সহজ হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পুরো গ্রন্থাগারটি বারকোড-ভিত্তিক ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটালগ



রিসোর্স খুঁজে পেতে পারবেন। এছাড়াও একটি নির্দিষ্ট ল্যান (গ্লোব) ও ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনলাইন ডাটাবেস ব্যবহারের সুবিধা থাকবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ই-জার্নাল, রিসার্চ পেপার এবং আইনি ডাটাবেসে প্রশ্নোদধিকার দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। ফলে আধুনিক আইন, অপরাধ বিশ্লেষণ এবং সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আপডেটেড তথ্য দ্রুত হাতে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বিশেষ গুরুত্ব পাবে আইন, অপরাধবিজ্ঞান, পুলিশ প্রশাসন, সাইবার সিকিউরিটি, ফরেনসিক সায়েন্স এবং তান্ত্র পদ্ধতি সংক্রান্ত রেফারেন্স বই। পাশাপাশি ডিজিটাল রিসোর্সের সমৃদ্ধ ভান্ডার তৈরি করা হবে, যাতে প্রশিক্ষণরত অফিসাররা



প্রভারণা থেকে শুরু করে জটিল আর্থিক অপরাধ-সব ক্ষেত্রেই আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। সেই চাহিদা পূরণ করতেই এই প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ‘পুলিশিং’-এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র শারীরিক প্রশিক্ষণ নয়, তথ্যনির্ভর ও গবেষণাভিত্তিক দক্ষতা বাড়ানোই এখন মূল লক্ষ্য। প্রশাসনের বিশ্বাস, উন্নত লাইব্রেরি পরিষেবা পুলিশ কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়নে সহায়ক হবে এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সব মিলিয়ে, বারাকপুরের এই নতুন প্রকল্প রাজ্য পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় এক আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা করতে চলছে।

রাজ্যের ২১ জেলায় নতুন আধার সেবাকেন্দ্র, পরিষেবা পেতে আর ভোগান্তি হবে না



এই সংস্থা রাজ্যের মোট ২১টি জেলায় নতুন আধার সেবাকেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মাত্র আটটি জেলায় আটটি আধার সেবাকেন্দ্র রয়েছে। নতুন কেন্দ্র চালু হলে কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা দ্রুত সমাধানের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষিত কর্মী রাখা হবে বলেও জানা গিয়েছে। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক সেবাকেে দ্রুত কার্যে বহু জেলায় অতিরিক্ত ভিড় দেখা যায়। দীর্ঘ লাইন, টেকেনে সমস্যা এবং সম্যক্ষেপণের অভিযোগও ওঠে। নতুন কেন্দ্র চালু

ঠিকানা পরিবর্তন, জন্মতারিখ সংশোধন, মোবাইল নম্বর আপডেট, বায়োমেট্রিক আপডেটসহ একাধিক পরিষেবা এক ছাদের নিচে পাওয়া যাবে। আধার কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা দ্রুত সমাধানের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষিত কর্মী রাখা হবে বলেও জানা গিয়েছে। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক সেবাকেে দ্রুত কার্যে বহু জেলায় অতিরিক্ত ভিড় দেখা যায়। দীর্ঘ লাইন, টেকেনে সমস্যা এবং সম্যক্ষেপণের অভিযোগও ওঠে। নতুন কেন্দ্র চালু

বেসরকারি ক্লিনিক যুক্ত করে স্বাস্থ্যপরিষেবা জোরদার করার পরিকল্পনা ইএসআই-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ মার্চ : ইএসআই-ভুক্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শ্রম দফতর পৌঁছে যায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগ্রাণ চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও বুধবার হোলির দিল বিকলে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত তখনও যিকিঁকি জ্বলছে আগুন। উল্লেখ্য, ভাগাডের জঞ্জালের স্তম্ভে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস থাকার কারণেই কখনোখনো সেখানে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। এবং তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ভাগাড়ে মাঝে মধ্যেই এমন আগ্রিকণ্ডের সমস্যা দেখা দেয়। এদিকে উৎসবের দিনে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

দিনাজপুর। প্রতিটি ডিসপেনসারি সংশ্লিষ্ট জেলা সদরেই চালু হবে এবং শুধুমাত্র ইএসআই-ভুক্ত উপভোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিষেবা দেবে। কী কী পরিষেবা মিলবে- প্রস্তাবিত সার্ভিস ডিসপেনসারিগুলিতে মূলত আউটডোর (ওপিডি) চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ রোগ নির্যয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে এখানে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে সরবরাহ করা ওষুধ উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ইএসআই সুবিধা পেতে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ইস্যুর ব্যবস্থাও থাকবে। অনেক সময় অসুস্থতার কারণে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বা আর্থিক হাদ্যপাতলা ভিডের মুখে পড়তে হয়। নতুন এই ব্যবস্থায় জেলা সদরেই চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে, ফলে সময় ও খরচ-দুইই বাঁচবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কোন কোন জেলায় চালু হবে পরিষেবা-শ্রম দফতরের প্রস্তাব অনুযায়ী, মেসব জেলায় সার্ভিস ডিসপেনসারি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলি হল- আলিপুরদুয়ার, বাকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পূর্বদিল্লী, রাডপুর, কালিঙ্গা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ

পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলে উপভোক্তাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো বা দূরবর্তী কেন্দ্রে যাওয়ার পরিচয়ে অসহজ কন্মবে। পরিষেবা মিলবে- প্রস্তাবিত সার্ভিস ডিসপেনসারিগুলিতে মূলত আউটডোর (ওপিডি) চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ রোগ নির্যয় এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে এখানে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে সরবরাহ করা ওষুধ উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ইএসআই সুবিধা পেতে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ইস্যুর ব্যবস্থাও থাকবে। অনেক সময় অসুস্থতার কারণে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে বা আর্থিক হাদ্যপায়িত হলে ইএসআই পরিষেবার পরিধি ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে, রাজ্যের ১৩টি জেলায় সার্ভিস ডিসপেনসারি চালুর পরিকল্পনা ইএসআই-ভুক্ত উপভোক্তাদের জন্য এক ইতিবাচক উদ্যোগ। প্রাথমিক চিকিৎসা, ওষুধ বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় শংসাপত্র এক জায়গায় পাওয়ার সুবিধা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বড় স্তুতি এনে দেবে বলেই আশা প্রশাসনের।

৭৫ বছর পর পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে কুলতলির বিধায়কের হাত ধরে গোপালগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ৪ মার্চ : কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের হাত ধরে উন্নয়নের জোয়ার বইছে সুন্দরবনের কুলতলিতে। অবহেলিত সুন্দরবনে দীর্ঘ ৭৫ বছরের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে।



কুলতলির গোপালগঞ্জে ২.৫ কিলোমিটার পিচের রাস্তার উদ্বোধন। দীর্ঘ ৭৫ বছর পর অবশেষে পিচের রাস্তা পাচ্ছে কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে ২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পিচের রাস্তা। এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হওয়ায় শূশির হাওয়া গ্রামজুড়ে। সম্প্রতি এই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল। তিনি জানান, সুন্দরবন লাগোয়া কুলতলি বিধানসভায় ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একাধিক এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যে গোপালগঞ্জের এই দুটি রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।এই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, আমার বয়স এখন ৭৫ বছর। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি এই রাস্তা সবদময় ডোবা আর জল কাদায় ভরে থাকতো। ভাঙাচোরা অবস্থায় বয়স্ক মানুষ তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষেরও চলাচল প্রায় অসম্ভব ছিল। অবশেষে পাকা রাস্তা তৈরি হওয়ায় আমরা সবাই উপকৃত হবে। স্থানীয়দের আশা, রাস্তা তৈরি হলে যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে, পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলবে গোপালগঞ্জ এলাকায়। এখন দেখার, নতুন রাস্তা কতটা স্বস্তি ফেরায় সুন্দরবনের এই এলাকাবাসীদের জীবনে। যত তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজ শেষ হবে ততটাই উপকৃত হবে এলাকার মানুষ। তাই নতুন রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকাবাসী। তার পাশাপাশি এই রাস্তায় সাধারণ বাসিন্দারা অনেকটাই অসুবিধা বাঁধা কাটলো। ফুল কলেজ যেতে অনেক অসুবিধা হতো ছাত্র-ছাত্রীরা। অসুস্থ রোগীরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে যেত। তাই রাস্তা পেয়ে খুশি ফুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও। আর এর প্রভাব পড়বে এবারের নির্বাচনে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

সৌদি আরবে আটকে ডোমজুড়ের দম্পতি, চিন্তায় পরিবারের লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আরবে সৌদি আরবে আটকে হাওড়ার ডোমজুড়ের এক দম্পতি। উৎকণ্ঠায় দিন কাচ্ছে পরিবারের বাকি সদস্যদের। বাড়ি থেকে ঘনঘন ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ওপার থেকে প্রিয়জনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলে তবেই মিলছে স্বস্তি। কখন কি হয়। ভয়ে আর আতঙ্কে রয়েছে গোটা পরিবার। পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ মিন্দে (৬২) সৌদি আরবের একটি অয়েল কোম্পানি ARAMCO-তে উচ্চপদে চাকরি করছেন। ২০০৮ সাল থেকে সৌদি আরবের দামাম শহরে থাকেন। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা বাজতেই ইরান থেকে বাঁকে ঝাঁকে মিসাইল এবং ড্রোন আছড়ে পড়ছে ওই দেশ এবং পাশের দেশ বাহারিন। খবর পাওয়া গেছে যে ওই তেল কোম্পানির প্রোডাকশন ইউনিটে মিসাইল ছুঁয়েছে ইরান। দাউ দাউ করে জ্বলছে তেলের কূপ। এতে আতঙ্কে রয়েছেন ইউসুফ মিন্দে এবং তার স্ত্রী চাঁদ সুলতানা। মিন্দে। চিড়ির পর্দায় এই ছবি দেখে চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন ডোমজুড়ে তার পরিবারের লোকজন। ডোমজুড়ের বাসিন্দা ভাই দাউদ মিন্দে জানান, তাঁর দাদা এবং বৌদির সঙ্গে প্রতিদিনই ফোনে কথা হয়। যুদ্ধ শুরুর পর প্রতিদিনই ফোনে কথা হচ্ছে। তাঁরা প্রত্যেকেই গভীর উদ্বেগে রয়েছেন। যেভাবে ইরান মিসাইল আটাক করছে তাতে তাদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। দাদা ও বৌদিও ফোনে জানিয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট ভয়ের মধ্যে আছেন। তাঁর ভাই দাউদ মিন্দে জানিয়েছেন, ২০০৮ সাল থেকে ইউসুফ ওই দেশের বাসিন্দা। এর আগে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বি টেক পাশ করার পর ব্যাঙ্কালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে এম টেক করেন। পরে আমেরিকার হাউসটন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন। ২০০৮ সাল থেকে তিনি সৌদি আরবের একটি তেল কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরি করছেন। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, প্রতি বছর একবার করে ইউসুফ এবং তার স্ত্রী ডোমজুড়ের বাড়িতে আসেন। পরিবারের যেকোনও অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন। একসঙ্গে তাঁরাই হুইয়েড়ে অংশ নেন। চাঁদ সুলতানা মিন্দে সৌদি আরব থেকে ফোনে জানিয়েছেন, তাঁরা ভয়ে আছেন। এয়ারপোর্টে প্রচুর উড়ান বাতিল থাকায় তাঁরা এখনই দেশে ফিরতে পারছেন না। তাঁর ভাই দাউদ মিন্দে জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখ ইউসুফ এবং তার স্ত্রী ডোমজুড়ের বাড়িতে এসেছিলেন। ১৭ জানুয়ারি কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান। তাদের দুই ছেলে-মেয়ে আমেরিকায় থাকেন। এখন যুদ্ধের আরবে ওই দম্পতি কার্যত আটকে পড়েছেন। এই নিয়ে তাঁরা গভীর উদ্বেগে রয়েছেন।

বিশ্ব নারী দিবসকে সামনে রেখে মহিলা নেত্রীদের নিয়ে তৃণমূলের বৈঠক

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মার্চ : আসন্ন ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে দলীয় কার্যসূচি সফল করতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর রূরক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। জামালপুর রূরক

বিশ্ব নারী দিবসকে সামনে রেখে মহিলা নেত্রীদের নিয়ে তৃণমূলের বৈঠক

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মার্চ : আসন্ন ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে দলীয় কার্যসূচি সফল করতে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর রূরক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। জামালপুর রূরক



তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রূরক সভাপতি মেহেদু খান। তিনি বলেন, ৮ মার্চ প্রতিটি অঞ্চলে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিশ্ব নারী দিবস পালন করতে হবে। পাশাপাশি দলীয় লিফলেট নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন। মহিলা সভানেত্রী কল্পনা সাঁতরা জানান, দল যে নির্দেশ দেবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। রূরক সভাপতি যেভাবে দিকনির্দেশ দেনেন, সেভাবেই তারা কর্মসূচি পালন করবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, রূরকের মহিলা সভানেত্রী কল্পনা সাঁতরা, সহ-সভানেত্রী শোভা দে সহ রূরকের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলা সভাপতিগণ। রূরক সভাপতি মেহেদু খান বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, ৮ মার্চ প্রতিটি অঞ্চলে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিশ্ব নারী দিবস পালন করতে হবে। পাশাপাশি দলীয় লিফলেট নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন। মহিলা সভানেত্রী কল্পনা সাঁতরা জানান, দল যে নির্দেশ দেবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। রূরক সভাপতি যেভাবে দিকনির্দেশ দেনেন, সেভাবেই তারা কর্মসূচি পালন করবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক নারী দিবসে মহিলা কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দলের নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি প্রত্যেক কর্মীকেই এই মাসে সক্রিয়ভাবে সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকতে হবে।

পূর্ব রেলের অনন্য নজিরঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫২৯.৭১ কোটি টাকার স্ট্রাপ বা পরিত্যক্ত সামগ্রী বিক্রয়- স্বচ্ছতা অভিযানে জাতীয় তালিকায় শীর্ষে

কলকাতা, ৪ মার্চ : “স্বচ্ছতা হি সেবা” অভিযান পূর্ব রেলগুয়ে এক অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫২৯.৭১ কোটি টাকার পরিত্যক্ত সামগ্রী (স্ক্র্যাপ) বিক্রয় করে লক্ষমাত্রাকে ছাপিয়ে গিয়েছে তারা-যা গত বছরের তুলনায় ৭.০৭ শতাংশ বেশি। ‘মিশন জিরো স্ক্র্যাপ’-এর অধীনে এই উদ্যোগ ট্রেন চলাচলের আরও পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং রক্ষণাবেক্ষণকে অধিকতর দক্ষ করে তুলছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিপদ দেউস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, স্ক্র্যাপ থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ভারতের সমস্ত রেলগুয়ে জোনের মধ্যে শীর্ষ তিন-এ স্থান কয়ে নিয়েছে এই জোন। ২০২৬ সালের

শান্তিপুুরে বিজেপি পাটি অফিসে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৪ মার্চ : নদীয়ার শান্তিপুুর-এ বিজেপির পাটি অফিসের ভিতরে এক গৃহবধূকে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও মারধরের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে ভারতীয় জনতা পাটি-র কয়েকজন স্থানীয় কর্মীর বিরুদ্ধে। যদিও দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনাকে ‘চক্রান্ত’ বলে দাবি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গৃহবধূ একটি ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের আশায় এলাকার বিজেপি পাটি অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে তাঁর বাচসা বাচন বহলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমীত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এরপরই তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয় বলে দাবি করছেন নির্যাতিতার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে অপমানিত ও আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। নির্যাতিতার দাবি, পাটি অফিসের ভিতরেই তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়, মারধর করা হয় এবং শ্রীলতাহানির চেষ্টাও হয়। তিনি বাধা দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। চিংকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্তরা সেখান থেকে সরে পড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় মানুষজন ফ্লোভ প্রকাশ করেন। পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সময় পাটি অফিসে কারা উপস্থিত ছিলেন, সিসিটিভি ফুটেজ আছে কি না, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, তাদের পাটি অফিসে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। দলের এক নেতা বলেন, আমাদের পাটি অফিসে সিসিটিভি রয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখলেই সত্য সামনে আসবে। তিনি

ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, উদ্বিগ্ন বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ মার্চ : পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী জঙ্গলহলের জেলা ঝাড়গ্রাম-এ ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকাজুড়ে হঠাৎ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় হাজারে বন দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসন। শুল্ক আবহাওয়া, বরা পাতা এবং দমকা হাওয়ার জেরে আগুন দ্রুত একাধিক অংশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। বন দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জোরদহমে কাজ চলেছে, তবে আগুনের তীব্রতা এবং বিস্তার তাঁদের যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহের শুরুতেই ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন জেঞ্জে খোয়া উঠতে দেখা যায়। প্রথমে ছোট আকারে আগুন লাগলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা বড় আকার ধারণ করে। জঙ্গলের শুকনো পাতা ও ডোলাপালা আগুনের আরও উসকে দেয়। বিশেষ করে দুপুরের দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ক্যাশের গতিবেগ বাড়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বনকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে নামেন। দমকলের গাড়ি এবং জলবাহী ট্যাঙ্কারও ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। বন দফতরের এক কর্মতা জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার লাইন কেটে আগুনের গতি রোধ করার চেষ্টা চলছে। জঙ্গলের মধ্যে যাতে আগুন আর ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য একাধিক টিম তৈরি করে বিভিন্ন অংশে পাঠানো হচ্ছে। রাতভর আগুন নেভানোর কাজ চলে। তবে দুর্গম অরণ্য এলাকা হওয়ায় সব জায়গায়

হোলিতে পুকুরে স্নানে নেমে তলিয়ে মৃত দুই, শোকের ছায়া এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ : হোলিতে রং খেলে স্নান করতে নেমে পুকুরে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই যুবকের। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুর থানার আমরাই গ্রাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই যুবকের নাম বিশাল সিং ও দেব দত্ত গোসাঁই। দুজনের বাড়ি আমরাইয়ের খুঘি অরবিদ নগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হোলির সকাল থেকে রং খেলার ব্যাব ছিল যুবকরা। দুপুরে জনা দশেক যুবক একসঙ্গে আমরাই গ্রামে একটি পুকুরে স্নান করতে নামে। সাঁতার না জানায় তলিয়ে যায় ওই দুজন। অন্য যুবকরা উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। খবর চাউর হতেই আশপাশের লোকজন জড়ো হয়। তড়িঘড়ি তাদের খুঁজতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে। হোলির দিন এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্ক্র্যাপঃ ৫৮,৯১০ মেট্রিক টন, বাতিল অলৌহখটিত স্ক্র্যাপঃ ৬,৮৫৮ মেট্রিক টন, বাতিল স্টেলিং স্টকঃ ১৫ টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ, ১৭টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ৬৭৬টি কোচ, ৮৭৪ টি ওয়্যগন। প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার সন্দীপ শুক্লার নেতৃত্বে জিপিএস-ভিত্তিক পুস্থানুপুস্থ ম্যাপিং, কন্ট্রার নজরদারি এবং স্বচ্ছ ই-অকশনের মাধ্যমে এই পরিত্যক্ত সামগ্রীকে বিশাল অংকের রাজস্বে পরিণত করা হয়েছে। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি জানান, দক্ষ স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি কেবল যাত্রী অভিজ্ঞতাকেই উন্নত করে না এবং কর্মীদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর কাজের

ডোমকল হাসপাতালে আগুন, প্রসূতি মা সন্তানদের অন্যত্র সরানো হলো

মি্টুন হালদার, মালদা, ৪ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সিজার বিভাগের ‘পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার’এর একটি ঘরে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনার পরই ‘পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে’ থাকা একাধিক মহিলা এবং তাঁদের নবজাতক সন্তানদের দ্রুত ওই ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনা খবর পাওয়ার পরই পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় ‘পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারের’ ওই ঘরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ওই ঘরটি কালো খোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ার কারণে নবজাতক শিশু এবং মায়েরদেহকে ওই ঘরে রাখা যায়নি। তাঁদের সকলকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তিনভালায় সিজার বিভাগের পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারের একটি ঘর রয়েছে। ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা যে সমস্ত মায়েরের সিজারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় অপারেশনের পর তাঁদেরকে ওই ঘরটিতে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয় বলে জানা গেছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে কোনও এক মহিলা ওই ঘরে থাকা একটি সুইচ বক্সে নিজের মোবাইল ফোনের চার্জার লাগিয়ে ফোনে চার্জ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই শর্ট সার্কিট থেকে ওই সুইচ বোর্ডে আগুন ধরে যায়। এবং সেখান থেকে গল গল করে খোঁয়া বার হতে থাকে। পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে আগুন লাগার ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালের বাকি ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই একসঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বার হয়ে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এর ফলে রোগীদের মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, যে সুইচ বোর্ডের আগুন থেকে এই বিপত্তি তার টিক উত্তর দিয়ে অগ্নিজনের পাইপ লাইন চলে গেছে। কোনওভাবে অগ্নিজনের পাইপ লাইনে আগুন পৌঁছে গেলে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। হাসপাতালের ওই ওয়ার্ডে আগুন লাগার সময় সেখানে উপস্থিত পিন্টু মন্ডল নামে এক ব্যক্তি জানান, পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারের একটি ঘরের সুইচ বোর্ড থেকেই এই আগুন লেগেছিল। ঘটনার সময় একাধিক মহিলা এবং তাঁদের নবজাতক সন্তানরা ওই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুন লাগার পর তাঁদের সকলকে দ্রুত স্ট্রেচার এবং উল্লিতে করে অন্যত্র সরানো হয়। ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই ডোমকল থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে পৌঁছে যায়। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্ত দরজা-জানলা খুলে ওয়ার্ডে জমে থাকা খোঁয়া বার করার কাজে হাত লাগান পুলিশ কর্মীরা। দমকল পন্থরের এক আধিকারিক জানান,প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই ওই ওয়ার্ডে আগুন লেগে গিয়েছিল।তবে হাসপাতালে থাকা ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো চিকমতো কাজ করায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং হাসপাতালের পরিষেবা ও স্বাভাবিক রয়েছে। কীভাবে এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগলের দেহ উদ্ধার, শোকস্তব্ধ এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ৪ মার্চ : ঋতুরাজ বসন্ত চির শশ্বত প্রেমের ঋতু। আর এই প্রেমের ঋতুতেই এক প্রেমিক যুগলের করুণ পরিণতি পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় বাড়ি থেকে তাঁদের প্রেম মেনে না নেওয়ায় চরম পথ ছেদে নিলেন। একই সঙ্গে ওই প্রেমিক যুগল প্রেমের মৃত্যু দিয়ে প্রেমকে যেন অমর করে দিয়ে গেল! তাদের এই প্রেমের করুণ পরিণতিতে ভেঙে পড়েছে পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত ওই এলাকা এক কলেজ পড়ুয়া যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ১৫ বছর বয়সি এক ফুলছাত্রীরা যুবকটি বর্তমানে কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র, আর কিশোরীটি স্থানীয় একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গত দুই বছর ধরে তাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বয়সের সীমাবদ্ধতা কিংবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, কোনও কিছুই তাদের ভালবাসায় বাধা দেবে পারেনি। কিন্তু প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরিবার। আরও জানা যায়, তাই এক প্রকার পারিবারিক বাধা ভেঙে দু’জনে বিয়ে করে এক হতে গিয়েছিল। সেই পরিকল্পনা মক্ষিক তমস্কুরের মৈশারী এলাকায় একটি মন্দিরে বিয়ে করতে যায় ওই প্রেমিক যুগল। কিন্তু হাসপাতালে হওয়ায় যানি দিতে নারাজ হয় মন্দিরের পুরোহিত। আর তারপরেই চরম সিদ্ধান্ত নেয় ওই প্রেমিক যুগল। দু’জনেই একসঙ্গে কীটনাশক খায়। দু’জনেই অচেতন্য অবস্থায় মাছের ভেড়ির ধারে পড়েছিল। সেখান থেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে এলেও বাঁচানো যায়নি ওই প্রেমিক যুগলকে। দু’জনেই মারা যায়। ছাত্রীটির বাবা পেশায় একজন রাষ্ট্রপন্থি। অভাবের সংসারে মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। মেয়ের এই কিশোর বয়সের প্রেমকে মেনে নিতে পারেননি। বাড়িতে এই সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি দানা বেঁধেছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। দীর্ঘদিনের টানাপোড়নে আর ভালবাসার মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় প্রাস করছিল ওই যুগলকে। শেষ পর্যন্ত লোকলজ্জা আর পরিবারের জেদের কাছে হার মেনে তারা বেছে নেয় চরম পথ। একই সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তারা যেন নিজেরদের প্রেমকে এক ট্র্যাকিক পরিণতিতে পৌঁছে দিতে সেল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বসন্তের দিবা্না বাতাস যেন পাঁশকুড়ার ওই এলাকায় দীর্ঘশ্বাস বয়ে নিয়ে এসেছে। মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী।

ভোটধিকার রক্ষয় জনতার সমাবেশ বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : জনতার মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সরব হলো বামফ্রন্ট। বুধবার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ করে তারা। দাবি, অবিলম্বে সকল প্রকৃত ভোটারের ভোটধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এই দাবিতে এদিন জনতার সমাবেশ হয় বামফ্রন্টের উদ্যোগে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের সামনে বেশ বড়সড় জমায়েত হয় এদিন। বামফ্রন্টের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি পথচলতি বহু মানুষও এতে সামিল হন।

হোলির দিন অশান্তি শালিমারে, গাড়ি ভাঙুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৪ মার্চ : হাওড়ায় শালিমার স্টেশন লাগোয়া ৫ নম্বর গেটের কাছে হোলির দিন অশান্তির জেরে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙুর করার অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় আসে বি গার্ডেন থানার পুলিশ। অভিযোগ, হোলির দিন গাড়ির নীচে বসে মদ খাচ্ছিলেন কয়েকজন। ড্রাইভার না দেখে গাড়ি চালিয়েও নেন, তার জেরে একজনের হাতে চোট লাগে। এরপর স্থানীয় কয়েকজন ড্রাইভারকে মারধর করতে যায়। তখন গাড়ি নিয়ে পালান ওই ড্রাইভার। এরপরে স্থানীয়া এলাকার কয়েকটি গাড়ি ভাঙুর শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় ১৬ হাজার লিটার তেল উধাও, তদন্তে

নেমেছে কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ : শিল্পাঞ্চলে চাঞ্চল্য ছড়াল বড়সড় তেল উধাও-এর ঘটনায়। দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার সংরক্ষণাগার থেকে প্রায় ১৬ হাজার লিটার শিল্পকাঁচ ব্যবহৃত মূল্যবান তেল হদিসহীন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি সামনে আসতেই কারখানার অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র ফারাক। ইতিমধ্যেই বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে দায়িত্বে থাকা একাধিক কর্মীর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারখানায় সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত মজুত পর্যালোচনার সময় হিসাব মিলিয়ে দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তেলের সঙ্গে বাস্তব মূল্যের বড় ফারাক রয়েছে। স্টক রোজিস্টার অনুযায়ী যে পরিমাণ তেল গুদামে থাকার কথা, বাস্তবে তার প্রায় ১৬ হাজার লিটার কম পাওয়া যায়। প্রথমে হিসাবনিকাশের ভুল বা নথিভুক্তিকরণে ত্রুটির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হলেও পরে স্পষ্ট হয়, বিষয়টি শুধুমাত্র কাগজে-কলমের ভুল নয়। উল্লেখ্য, এই তেল মূলত ভারী যন্ত্রাণ্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। শিল্পকারখানায় এ ধরনের তেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এত বিপুল পরিমাণ তেল উধাও হওয়ার ঘটনা শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, উৎপাদন বাদস্বার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকারও বেশি। কারখানাটি উচ্চপাণ্ডে রিপোর্ট পাঠানো সংস্থা Steel Authority of India Limited-এর অধীনে। সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর মজুত যাচাই বাধ্যতামূলক। সেই প্রক্রিয়াতেই অসদ্বৃতি ধরা পড়ে। বিষয়টি সামনে আসতেই উচ্চপাণ্ডে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা গোটা সরবরাহ শৃঙ্খল, গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছে। কারখানার এক আধিকারিক নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে জানান, এত বড় পরিমাণ তেল হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়া সহজ বিষয় নয়। দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পিতভাবে তা সরানো হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গুদামে প্রবেশ ও বর্গিফমনের সমস্ত নথি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডেলিভারি চালান পরীক্ষা করা হচ্ছে।

গত কয়েক মাসের লেনদেন বিশেষভাবে নজরে রাখা হয়েছে। শিল্পমহলের একাংশের মতে, এই ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় ফাঁকফোকর তুলে ধরছে। এত বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যদি মজুত সামগ্রী এতবে গায়েব হয়ে যেতে পারে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, গুদাম ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ট্র্যাকিং এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং আরও জোরদার করা প্রয়োজন ছিল। এদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফেও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কারখানায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের ইঙ্গিত মিলছিল। যদিও কারখানার কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো ব্যবস্থাকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয় বলেও মত তাদের। প্রশাসনিক মহলেও ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। West Bengal-এর শিল্পাঞ্চল হিসেবে দুর্গাপুরের গুরুত্ব অপরিহার্য। ইম্পাত কারখানাকে ঘিরেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনীতি আবর্তিত হয়। ফলে এই ধরনের অনিয়ম শিল্প পরিষেবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বাইরে থেকে কোনও চক্র যুক্ত রয়েছে কি না, নাকি অভ্যন্তরীণ কোনও যোগসাজশে ধাপে ধাপে তেল সরানো হয়েছে। গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী, পরিষেত্র বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও জানা গেছে। প্রয়োজনে পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পথও খোলা রাখা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অস্থায়ী কড়াডিকি আরোপ করা হয়েছে।

অভিযাত্রী নজরপারি, প্রসেপত্র য়াচাই এবং মজুত তালিকার ঘনঘন মিলিয়ে দেখার নির্দেশ জারি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দুর্গাপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে এই ধরনের ঘটনা ভাবমূর্তিতে আঘাত হানতে পারে।

চলুন বেড়িয়ে আসি

শান্তিনিকেতন-এ বসন্ত উৎসব না হলেও পর্যটকের ঢল, ঘরভাড়া ছুঁলো ১০ হাজার

দোল পূর্ণিমা মানেই রঙের উচ্ছ্বাস, আবিরের আকাশ আর বসন্তের গানা। প্রতি বছর এই সময়ে শান্তিনিকেতন রঙিন হয়ে ওঠে দেশ-বিদেশের পর্যটকে। যদিও এ বছর বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে বসন্ত উসবের আয়োজন করছে না, তবুও উসাহে ভাটা পড়েনি ভ্রমণপিপাসু মানুষের। মঙ্গলবার দোল উসবকে ঘিরে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ আবাসন আগেই বুক হয়ে গিয়েছে, আর যেগুলি এখনও ফাঁকা আছে, সেগুলির ভাড়া আকাশছোঁয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, দোল উপলক্ষে প্যাকেজ সিস্টেমে ঘরভাড়া চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় শুরু হলেও বহু বেসরকারি হোটেল ও রিসর্টে তা বেড়ে আট থেকে দশ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে দুই রাতের প্যাকেজের ক্ষেত্রে এই বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। ফলে সাধারণ দর্শনাধীদেব একাংশের পক্ষে এই সময়ে শান্তিনিকেতন সফর কার্যত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেই মত অনেকের। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আনুষ্ঠানিক বসন্ত উসব নেই, তবুও বোলপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবির খেলাসহ নানা আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সৃজনী শিল্পগ্রাম, কংকালীতলা, কোপাই নদীর পাড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে বসন্তসব পালনের প্রস্তুতি চোখে পড়েছে।

হোটেল ও হোমস্টেগুলিও নিজেদের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, লোকসংগীত ও বিশেষ খাবারের আয়োজন করছে। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতো। এরই মধ্যে বিশ্বভারতীর গেস্ট হাউসগুলির নতুন প্যাকেজ

এসি ডরমিটরি ৮০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক গেস্ট হাউসে ডাবল বেডেড এসি কক্ষের জন্য ২,৫০০ টাকা এবং ডরমিটরির জন্য ৮০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চবাটি গেস্ট

মানুষের সাখ্যের মধ্যে রাখা উচিত ছিল। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, চাহিদা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বিবেচনা করেই প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়



ভাড়া তালিকা প্রকাশ ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সোমবার দুপুর থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত দু’দিনের প্যাকেজে রতন কুঠি গেস্ট হাউসে ডাবল বেডেড এসি কক্ষের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৫,০০০ টাকা এবং অ্যানেক্স ভবনে ৪,০০০ টাকা। পূর্বপার্শ্ব গেস্ট হাউসে চার বেডের এসি কক্ষ ৪,০০০ টাকা, তিন বেডের এসি কক্ষ ৬,০০০ টাকা, ডাবল বেডেড এসি কক্ষ ২,৫০০ টাকা, সিঙ্গেল বেড এসি ১,৬০০ টাকা এবং নন-

হাউসের ডাবল বেডেড এসি কক্ষের ভাড়া রাখা হয়েছে ৫,০০০ টাকা। উল্লেখ্য, উল্লিখিত ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত জিএসটি প্রযোজ্য হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই ভাড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একাংশের দাবি, বসন্ত উৎসবের সরকারি আয়োজন না থাকলেও পর্যটকদের আবেগকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি নিবাসগুলির ভাড়া সাধারণ

নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও একই চিত্র। বোলপুর ও আশপাশের এলাকায় বেশিরভাগ হোটেল আগাম বুকিংয়ে পূর্ণ। যেসব রুম এখনও পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির ক্ষেত্রেও প্যাকেজ সিস্টেমে ন্যূনতম ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকার নিচে ভাড়া নেই বলে জানিয়েছেন পর্যটকরা। অনেক হোমস্টেতেও একইভাবে উচ্চমূল্যের প্যাকেজ চালু হয়েছে, যেখানে থাকা, খাওয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পর্যটকদের ঢল সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও

বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। দোলের দিন ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আনুষ্ঠানিক বসন্ত উসব না থাকলেও শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য ও আবেগ মানুষকে প্রতি বছরই টেনে আনা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি, খোলা প্রান্তরের আবহ, আবিরে রাঙা সকাল-সব মিলিয়ে এই সময়ে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়। তাই সরকারি আয়োজন না থাকলেও পর্যটকদের আগ্রহে ভাটা পড়েনি। বরং বলা যায়, উৎসবের আবহকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন অর্থনৈতিক সমীকরণ। তবে প্রশ্ন উঠছে, এই বাড়তি ভাড়ার প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে পর্যটনে প্রভাব ফেলেবে কি না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটকদের একাংশ ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের মতে, বসন্ত উসব মানেই সবার জন্য উন্মুক্ত আনন্দের মেলবন্ধন। সেখানে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ উৎসবের মৌলিক চরিত্রকেই বদলে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, আনুষ্ঠানিক আয়োজন না থাকলেও দোলের আগে শান্তিনিকেতন কার্যত পর্যটকে ভরে উঠেছে। রঙের উপবকে ঘিরে শহর আগন্তু, তবে সেই সঙ্গে ভাড়ার আস্ত ও সমানতালে জ্বলছে। এখন দেখার, উৎসবের আবহ কতটা আনন্দ বয়ে আনে আর কতটা বিতর্ক জন্ম দেয়।

লম্বা ছুটিতে সোলো ট্রিপ? নিরাপত্তা সবার আগে, প্রস্তুত থাকুন আগেভাগেই



দোলের সময় এ বছর শনি থেকে বুধ-চীনা পাঁচ দিনের ছুটি। অনেকেই এই সুযোগে শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে চাইছেন। কারও সঙ্গে নয়, একাই। কারণ একা ভ্রমণের আলাদা স্বাদ আছে-নিজের মতো সময় কাটানো, নিজের পছন্দে যোরা, নিজের গতিতে নতুন জায়গা আবিষ্কার করা। সোলো ট্রিপ এখন আর নতুন কিছু নয়। বরং তরুণ প্রজন্ম থেকে কর্মব্যস্ত পেশাজীবী-অনেকেই একা বেরিয়ে পড়ছেন নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে। তবে কোনও উৎসবে ভ্রমণে বাড়তি সতর্কতা জরুরি। উৎসবের আবহে যেমন আনন্দ থাকে, তেমনিই কিছু অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটে। তাই নিরাপত্তা ও বামেলানুস্ত সফরের জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে রইল সোলো ট্রিপে বেরোনোর আগে মাথায়

রাখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- পরিচিত গন্তব্যই বেছে নিন- একা ভ্রমণে রোমাঞ্চ থাকলেও অজানা নির্জন জায়গা বেছে নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, বিশেষ করে উৎসবের সময়। জনপ্রিয় ও পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র নির্বাচন করুন, যেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, পরিবহণ ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আগে থেকে গন্তব্য সম্পর্কে পড়াশোনা করে নিন- লোকাল ট্রান্সপোর্ট, ভিডেরে অবস্থা, উৎসবের দিনে কী ধরনের পরিবেশ থাকে ইত্যাদি জেনে নেওয়া ভালো। যাতায়াতে সতর্কতা অবলম্বন করুন- গাড়ি ভাড়া করলে চালকের পরিচয়পত্রের কপি সংগ্রহ করে রাখুন। গাড়িতে ওঠার আগে নিশ্চিত হন চালক সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। কোনওভাবেই নেশাপ্রস্তু চালকের গাড়িতে উঠবেন না। অ্যাপ-ক্যাব ব্যবহার করলে ট্রিপ ডিটেইলস পরিবারের কারও সঙ্গে শেয়ার করুন। একইভাবে, অচেনা কারও গাড়িতে লিফট নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। জরুরি না হলে এই ধরনের বুকিং না নেওয়াই শ্রেয়। নিজের পরিবহণের ব্যবস্থাই সবচেয়ে

নিরাপদ। সময়মতো আবাসস্থলে ফিরুন- রাস্তাঘাটে বাড়তি ভিড় থাকে। তাই দিনের পরিকল্পনা এমনভাবে সাজান যাতে সন্ধ্যার আগেই হোটেল বা হোমস্টেতে ফিরে আসতে পারেন। বিশেষ করে একা ভ্রমণ করলে রাত গভীর পর্যন্ত বাইরে না থাকাই ভালো। থাকার জায়গা যাচাই করে বুক করুন-হোটেল বা হোমস্টে বুক করার আগে তার রিভিউ, রেটিং ও অবস্থান ভালো করে দেখে নিন। সম্ভব হলে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা বিশ্বস্ত বুকিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন। একেবারে নির্জন বা অপরিচিত এলাকায় থাকার ব্যবস্থা না করাই ভালো। রিসেপশন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে কি না, সিসিটিভি বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কি না-এসবও খোঁজ নিয়ে নিন। স্থানীয় পানীয় বা ভাঙ এড়িয়ে চলুন- অনেক জায়গায় ভাঙ বা বিশেষ স্থানীয় পানীয় পরিবেশন করা হয়। একা ভ্রমণে থাকলে এই ধরনের কিছু না খাওয়াই নিরাপদ। অচেনা পরিবেশে নেশাজাতীয় কিছু গ্রহণ করলে শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। সতর্ক থাকুন, নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকুন। বাজেট আগে থেকেই

ঠিক করুন-সোলো ট্রিপ মানে সমস্ত খরচ একা। এখানে ভাগাভাগির সুযোগ নেই। তাই ভ্রমণের আগে বাজেট নির্ধারণ করুন-যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, দর্শনীয় স্থান, জরুরি খরচ-সব মিলিয়ে একটি হিসেব রাখুন। উৎসবের সময় অনেক জায়গায় হোটেল ভাড়া বা গাড়ির খরচ বেড়ে যায়, তাই সাধারণ সময়ের তুলনায় কিছুটা বাড়তি বাজেট ধরাই বুদ্ধিমানের। জরুরি নম্বর সংগ্রহে রাখুন-যে জায়গায় যাচ্ছেন, সেখানে স্থানীয় থানার ফোন নম্বর, নিকটবর্তী হাসপাতাল, আন্থ্রোল্ফ পরিষেবা-এসব তথ্য আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখুন। মোবাইলে সেভ করার পাশাপাশি একটি ছোট নোয়ার্‌কিতেও লিখে রাখলে ভালো। নোটওয়ার্ক সমস্যার সময় কাজে লাগতে পারে। পরিচয়পত্রের কপি সঙ্গে রাখুন- ভ্রমণের সময় সবসময় পরিচয়পত্রের হার্ড কপি ও সফট কপি রাখুন। আধার, ভোটার কার্ড বা পাসপোর্ট-যা প্রযোজ্য। হোটেলে চেক-ইন, পুলিশ ডেরিকেশন বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে এগুলি প্রয়োজন হতে পারে। পরিবার বা বন্ধুকে ট্রিপ ডিটেইলস জানান-

আপনি কোথায় থাকছেন, কখন কোথায় যাচ্ছেন-এই তথ্য অন্তত একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষকে জানিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে লাইভ লোকেশন শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে জরুরি অবস্থায় দ্রুত সহায়তা পাওয়া সহজ হয়। নিজের সীমা বুঝে চলুন- সোলো ট্রিপ মানেই সবকিছু প্রমাণ করার লড়াই নয়। শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্লান্ত লাগলে বিশ্রাম নিন। অপরিচিত কারও সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন থাকুন। একা ভ্রমণ নিঃসন্দেহে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ভিডের মধ্যেও নিজের মতো করে সময় কাটানো, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও উন্নত মানের খাবার-সব মিলিয়ে স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে এই সফর। তবে মনে রাখবেন, আনন্দের ঢেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা/সামাজিক পরিকল্পনা, সতর্কতা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকলে সোলো ট্রিপ হতে পারে সেরা উপহার। তাই বেরোনোর আগে ভাবুন, পরিকল্পনা করুন, প্রস্তুত থাকুন-আর তারপর নিশ্চিন্তে উপভোগ করুন আপনার নিজের মতো করে রঙিন ছুটি।

নাম পরিবর্তন

আমি, পালান সেক (পুরাতন নাম), পিতা- দাঁদে সেক, ঠিকানাঃ শালপুকুর, নেপালগঞ্জ, জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১০৬, প.ব., ভারত,, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ০২.০৬.২০২৬ তারিখ নোটারি পাবলিক, কলকাতার এক্সিডেন্ট বাল নাম পরিবর্তন করে পালান সেক (পুরাতন নাম) থেকে আব্দুল হামান সেক (নতুন নাম) হলাম। এক্ষণে পালান সেক (পুরাতন নাম) ও আব্দুল হামান সেক (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

NAME CHANGE

I, Parbes Sekh (Old Name) S/o Maidul Ali Shaikh Residing at Khas-malik, P.O - Dakshin Gobindapur, District - South 24 Parganas, Pin- 700145, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Parvez Shaikh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Parbes Sekh (Old Name) and Parvez Shaikh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Parmina Sk (Old Name) W/o Maidul Ali Shaikh Residing at Khas-malik, P.O - Dakshin Gobindapur, District - South 24 Parganas, Pin- 700145, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Parmina Shaikh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Parmina Sk (Old Name) and Parmina Shaikh (New Name) both are same and one identical person.

সৌদি আরবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র। এখানকার পরিশোধনাগার ও টার্মিনাল থেকে বিপুল পরিমাণ অপরিিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানো হয়। ফলে এই স্থাপনায় সামান্য বিদ্যু ঘটলেও বিশ্ববাজারে প্রভাব পড়তে পারে। অতীতে মধ্যপ্রাচ্যে তেল স্থাপনায় হামলার ফলে তেলের দাম হ্ ছ করে বেড়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। ফলে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ই়রান-ই জরায়োল-আমেরিকা উত্তেজনা-এই হামলার অভিযোগ এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ইরান, ইজরায়োল ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা চরমে। সম্প্রতি ইরানে হামলার পরই তেহরান পাষ্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইজরায়োল।

NAME CHANGE

I, Md. Habib Mondal, allies Moham-mad Habib Mondal S/o Jahar Ali Mondal, residing at Vill Bujrak Digha, P.O. Sreekrishnapur, P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as Habib Mondal as declared before the Notary Public Court at Barasat vide af-fidavit No 18. Now Md. Habib Mondal, Mohammad Habib Mondal and Habib Mondal both are one and same identical person.

NAME CHANGE

I, SADDAM MIA (old name) S/O - TIPU MIA residing at GS COLONY PO - MILKI PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN - 732211, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SADDAM MIA (old name) to SADDAM MIA (new name) and henceforth, I shall be Known as SADDAM MIA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/03/2026. SADDAM MIA (new name) & SADDAM MIA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GARGI TARAFDAR DAS (old name) W/O - RATAN DAS, residing at SINGATALA HOSPITAL ROAD (bengal x-ray) PS - ENGLISH-BAZAR PO & DIST - MALDA PIN - 732101. West Bengal, do hereby declare that I, have changed my name from GARGI TARAFDAR DAS (old name)to GARGI TARAFDAR (new name) and henceforth I shall be known as GARGI TARAFDAR (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Berhampore court on 03/03/2026. GARGI TARAFDAR (new name) & GARGI TARAFDAR DAS (old name) both name are same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, Sushanta Sarkar (Old Name) son of Ajit Kumar Sarkar Resi-dent of /727,Podder Nagar, P.O-Jodhpur Park, Kolkata-700068. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Susanta Kumar Sarkar (New Name) vide an af-fidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02.03.2026.That Sushanta Sarkar (Old Name) and Su-santa Kumar Sarkar (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yeya Bibi (old name) wife of Md. Yeakub Ali Molla, residing at Vill: Alaquia, P.O. – Sath-haya, P.S – Uttar Kashipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Aiya Bibi (new name) as declared before the Ld. 1 st Class Judi-cial Magistrate at Alipore, Kolkata vide affidavit no. 20166 dated 10/02/2026. Yeya Bibi (old name) and Aiya Bibi (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,ANUP GHOSH (old name) S/O - LATE BHUPENDRA NATH GHOSH residing at KRISHNA-PALLY PS - ENGLISHBAZAR PO & DIST - MALDA PIN -732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ANUP GHOSH (old name) to ANUP KUMAR GHOSH (new name) and henceforth, I shall be Known as ANUP KUMAR GHOSH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/03/2026. ANUP KUMAR GHOSH (new name) & ANUP GHOSH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SABITA RANI SAHA (old name) W/O - RAJ KUMAR SAHA residing at 12/51 RABINDRA AVENUE PS - ENGLISHBAZAR PO & DIST - MALDA PIN -732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SABITA RANI SAHA (old name) to SABITA SAHA (new name) and henceforth, I shall be Known as SABITA SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/03/2026. SABITA SAHA (new name) & SABITA RANI SAHA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TIPU MIA & MIYAN TIPU (old name)S/O - LATE ABUL KADIR residing at GS COLONY PO – MILKI PS - ENGLISHBAZAR DIST -MALDA PIN -732211. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TIPU MIA & MIYAN TIPU (old name) to TIPU MIYA (new name) and henceforth, I shall be Known asTIPU MIYA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/03/2026. TIPU MIYA (new name) & TIPU MIA & MIYAN TIPU (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismaile Seikh Mohammed (Old name) S/O-Ekramul Sk, Resident at, Vill-Dangapara, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742136, I have changed my name Ismaile Seikh Mohammed to Ismail Sk (New name) I shall be known as Ismail Sk vide affidavit be-fore the Notary at Berhampore on 12/02/2026 Ismail Sk & Is-maile Seikh Mohammed same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Abu Hossain (Old name) S/o-Hajinaser Sekh, Resident at, Vill-Patenda, Po-Gobarhati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, 742136, I have changed my name Sk Abu Hossain to Abu Hossain Sk (New name) I shall be known as Abu Hossain Sk vide affidavit before the Notary at Berhampore on 27/02/2026 Sk Abu Hossain & Abu Hossain Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asila Bibi (old name) W/o- Noor Islam Sk residing at Kapasdanga, Kapasdanga, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742133 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASILA BIBI to ASHELA BIBI and henceforth I shall be known as ASHELA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/03/2026. ASILA BIBI (old name) and ASHELA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jesmina Khatun Bibi (old name) W/o- Md Sajjur Rahaman residing at Pamaipur, Pamaipur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JESMINA KHATUN BIBI to JESMINA KHATUN and hence-foth I shall be known as JESMINA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/02/2026. JESMINA KHATUN BIBI (old name) and JESMINA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬, সুর ও স্বপ্নের মধ্যখানে

ড. **অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ** ৮ মার্চ - প্রতিটি বছর এই দিনটি আসে নিজস্ব এক আবেদন নিয়ে। কিন্তু ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম নেন আরও দূরের দিগন্তে আলো জ্বালাতে চায়, গিভ টু গেইন - আত্মবিশ্বাস, সহায়তা, সুযোগ দিলে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি-সবাইই লাভবান হবে।আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস পাঁথা শ্রমিক বন্ধনার, ভোটধিকারের লড়াইয়ের এবং নারী কাজের দাবিতে। ১৯০৮ সালে নিউইশর্কে ২৫,০০০ নারী কাজে কম সময়, ভাল মাইনে ও ভোটধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। ১৯১০ সালে ক্লারা জেটকিন একটি আন্তর্জাতিক কর্মী দিবস প্রস্তাব করেন এবং ১৯১১-এ এই দিনটি প্রথমবার চার দেশে পালিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত জাতিসংঘ এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে এবং ১৯৭৭ সালে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক মানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ইতিহাসে শুধু নাম ও তারিখ নয় এটি হল শত বছরের সংগ্রাম-অধিকার, সমঝোতা, গৌরব ও সংগ্রামের এক কঠিন পথচলা। গিভ টু গেইন থিম মূলত বলে, নারীকে সহায়তা ও সুযোগ দিলে পুরোটিই লাভ - নারীর, সমাজের,

অর্থনীতির। এটি ক্যাপিটালিস্ট লাবের মতো নয়.এটি মানুষকে উন্নয়নের এক আন্তরিক হিসাব, যেখানে লাভ হিসাব হয়. দৃষ্টিভঙ্গি, সমতা ও মর্যাদা। এ থিম আজকের বিশ্বে আরও প্রাসঙ্গিক কারণ নারীর সুযোগের অভাব শুধু তার ব্যক্তিগত হতাশা নয়, সমাজকে পিছিয়ে দেয় গোটা সময় ধরে। বিশ্বব্যাপী নারীরা বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে-শিক্ষা, বিজ্ঞান, আর্ট, খেলাধুলা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব পশ্চাৎ। কিন্তু ব্যস্তবের চোখে দেখা সত্যটা একটু উটো। লিখেই আছে। উদ্বেগজনকভাবে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নারীর আইনগত অধিকার এখনও পুরুষদের অধিকার সমান নয়-এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য কিছুতেই দূর হচ্ছে না। আর এই বৈষম্যের তালিকায় অন্যতম হল আইনগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা, যেখানে নারীরা বলিষ্ঠ সুরক্ষার অধিকার পায় না-কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, নিরাপত্তা সমস্যা, বর্বরদা, গর্ভধারণ স্বাধীনতা-সব ক্ষেত্রেই অনেক দূর এগোতে হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য এখনও নাগালের বাইরে।

ভারত, একদিকে গর্বের কাঁধে দাড়িয়ে নারীদের সাফল্যের কয়েকটি আলোচনার নমুনা তুলে ধরে-ক্রীড়া, সাহিত্য, ব্যবসা, রাজনীতি-কিছু উদাহরণ যেমন- নারী ওয়াকানন, ইন্দোর-যেখানে নারীরা পরিবেশে সত্যেনতনতা ও সামাজিক ভূমিকা দেখিয়েছে তারা শুধু পথ চলছেন না-তারা সামাজিক বার্তা দিচ্ছেন। ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং, কলকাতা-লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে নাগরিক ও সৃজনশীল প্রতিবাদের এক জোরালাে আন্দোলন। এসব অনুষ্ঠান শুধু উদযাপন নয়, বরং বিপথে থাকা সমাজপ্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলতায় নারীর সংগ্রামকে জীবন্ত করে তোলে। তবুও ভারতে নারী এখনও নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি-বর্তমান সমাজে নিরাপত্তা, রোজগার সুযোগ, আইনি সুরক্ষা, শিক্ষার প্রাপ্যতা-এসব ক্ষেত্র বলিষ্ঠ হলেও খুব একটা সমস্যা হয়নি। অনেক মেয়েদের সামনে এখনও ঘরের দেয়াল কঠিন। বিশ্বের বহু দেশে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন-স্টেম ক্ষেত্র, রাজনীতি, ব্যবসা-এটা নির্দিধায় একটা আশাব্যঞ্জক চিহ্ন। ৮ মার্চ শুধু একটি দিন নয়। এটি এক সময়চিহ্ন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-নারীর সংগ্রাম, অধিকার, সম্মান, সাফল্যগুলো কেবল ইতিহাসের অংশ নয়, বরং ভবিষ্যৎ গঠনের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। (সহকারী অধ্যাপক,বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ)

রেলওয়ে কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য সিনিয়র ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের সুবিধা উন্নীতকরণ উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ের

মালিগাঁও, ৪মার্চঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সুবিধার্থে মালিগাঁওস্থিত সিনিয়র ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক সুবিধায় উন্নীত করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। সংস্কারকৃত ও পুনর্নির্মিত প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ কনকলতা ভবননামে করা হয়েছে।এই নামাকরণ অসমের সর্বকনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী কনকলতা বরুয়ার স্মরণে করা হয়েছে, যিনিভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।এই অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি রেলওয়ে কর্মীদের বিভিন্ন সামাজিক সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং সুসজ্জিত পরিবেশে উদযাপন করতে সক্ষম করবে।

এছাড়াও, ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি কমিউনিটি হল সংস্কার করে বিষ্ণু প্রসাদ রাতার নামে উসর্গ করা



হয়েছে, যাহসমের একজন কিরবাদন্তি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার শিল্প, সঙ্গীত এবং সামাজিক সংস্কারে অপরিসীম অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত

করতে থাকবে। কমিউনিটি হলটিতে সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য রেলওয়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়, যার ফলে এটি নিশ্চিত হয় যে পরিবারের সদস্যরাও উন্নত পরিকাঠামো এবং কমিউনিটি সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চোতন কুমার শ্রীবাস্তব ০৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আপগ্রেড করা সুবিধাগুলির উদ্বোধন করেন। জেনারেল ম্যানেজার জোর দিয়ে

বলেন যে কর্মচারীদের কল্যাণ উক্ত-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় উন্নত পরিকাঠামো এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে, যেখানে আধুনিকীকরণকৃত

ইনস্টিটিউট, উন্নত হাসপাতাল এবং সংস্কারকৃত স্কুল রয়েছে, রেলওয়েরলক্ষ্য তার ওয়াক্‌ফোর্সজুড়ি করা। এই ধরনের প্রকল্পের ফলে আশা করা হচ্ছে কর্মচারী তাদের দায়িত্ব আরও দক্ষতা, নীতি এবং গর্বের সাথে করবেন। এই পদক্ষেপ কর্মীদের কল্যাণের প্রতি রেলওয়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়, যাতে পরিবারের সদস্যরাও উন্নত পরিকাঠামো এবং সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত হাসপাতাল, সংস্কারকৃত স্কুল এবং উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীদের কল্যাণ শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ধরনের প্রগতিশীল পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি, অধিক দক্ষতা উৎসাহিত করা এবং পরিবারের উর্জ্বাচর্য প্রতি নিষ্ঠা মজবুত করা।

রমজান মাসে মুর্শিদাবাদে ছেলেধরা গুজবে একের পর এক গণপ্রহারের ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ মার্চ : ছেলে ধরা গুজবের জেরে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ নিরীহ মানুষকে মারধরের ঘটনা



ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি ছেলে ধরা গুজবে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতেশ্বর এক যুবক – যুবতীকে প্রচন্ড মারধর করে তাঁদের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মত হিংসাত্মক একটি ঘটনা ঘটে। এরপর এই গুজব বন্ধ করতে এবং নিজে়র হাতে আইন তুলে না নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন থানা এলাকায় প্রচার চালানো হলেও তাতে যে খুব একটা কাজ হয়নি তা ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের নওদা থানায় এলাকার বালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে ছেলে ধরা সন্দেহে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগে উঠল স্থানীয় উদ্ভেজিত জনতার বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে নওদা থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। যদি এই

ঘটনায় এখনও কেউ প্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবককে শ্যামনগর



বাস স্ট্যান্ড এলাকায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেন কিছু মানুষ। এরপরই গুজব রটে যা় ওই ব্যক্তি এলাকা থেকে এক শিশুকে চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছে। এই গুজবের জেরে উন্মত্ত জনতা ওই ব্যক্তিকে বিদ্যুতের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বেশ কিছুক্ষণ মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তিকে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে সচিকভাবে উত্তর দিতে না পারায় এলাকাবাসীর সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যে সে বাচ্চা চুরি করার জন্য ওই এলাকায় হাজির হয়েছে। যদিও নওদা থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করার পরেই বোঝা যায় ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন এবং অন্য কোনও জায়গা থেকে ঘুরতে ঘুরতে নওদার শ্যামনগরে পৌঁছে গেছে। এরপর পুলিশি হস্তক্ষেপে ওই ব্যক্তি ছাড়া পায়। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায়

বেলডাঙা থানা সুরুলিয়া এলাকায় এক মহিলাকে মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় জনতা ব্যাপক মারধর করে। অভিযোগ উঠেছে ওই মহিলা নাকি বিস্কুট খাইয়ে এলাকারই এক বাচ্চাকে চুরি করার চেষ্টা করছিল। স্থানীয় জনগণ ‘ছেলে ধরা’ সন্দেহে ওই মহিলাকে হেনস্থা করে বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও পরবর্তীকালে ওই মহিলার ব্যাগ থেকে বিস্কুটের পরিবর্তে কিছু পান মশলা উদ্ধার হয়। ছেলে ধরা গুজবে এক ব্যক্তিকে মারধর করার অভিযোগে উঠেছে হরিহরপাড়া থানার লোচনমাটি-৩াঙ্গাপাড়া এলাকাতেও। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে কেউ বা কারা রটিয়ে দেয় এলাকার বাচ্চাদের চুরি করার জন্য একটি দল লোচনমাটি-৩াঙ্গাপাড়া গ্রামে ঢুকছে। এর পরই উদ্ভেজিত জনতা কয়েকজনকে আটকে রেখে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। যদিও ওই এলাকা থেকে কোনও বাচ্চা চুরির খবর পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি। সোমবার রাতে ছেলেধরা গুজবে উত্তাল হয়ে উঠে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা এলাকাও। ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এই এলাকায় সোমবার রাতে গুজব রটে যায় কেউ বা কারা এলাকা থেকে কয়েকটি বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে। এরপর হাজার হাজার গ্রামবাসী তিলডাঙ্গার মাঠ ঘিরে ফেলে। পরবর্তীকালে সেই মাঠ থেকে এক প্রাণুবন্ধু যুগলকে উদ্ধার করা হয়। কোনও ছেলেধরা বা নির্খোঁজ বাচ্চার সন্ধান সেই মাঠে পাওয়া যায়নি। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গত কয়েকদিন ধরে

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানা এলাকায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছেলে ধরা গুজবে কিছু মানুষকে হেনস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার আবেদন করা হচ্ছে কেউ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেনে না। কাউকে বেআইনি কাজ করতে দেখলে বা সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দিন। পুলিশ যথার্থ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন থানা এলাকায় মাইকে প্রচারও শুরু হয়ে গেছে। পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, আমাদের অনুমান রমজান মাস চলার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বাইরের থেকে প্রচুর মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করতে আসছেন। অপরিচিতলোকদেরকে গ্রামের মধ্যে ঘোরাদুরি করতে দেখার জন্যই এই গুজব কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে রটিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের তরফ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে গুজব ছড়িয়ে কাউকে মারধর করা হলে পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে তার ব্যবস্থা নেবে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গুজবে জেরে একাধিক গণপ্রহারের ঘটনা ঘটেছে। কেশিয়ার্টি এলাকার খাজরা পঞ্চায়েতের গিলাগেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সৌমাদীপ নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর কর্মস্থলে খাঙ্গার সময় চোর সন্দেহে আটকে ব্যাপক মারধর করা হয় । টানা ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর গত ২০ তারিখ মৃত্যু হয় ওই ইঞ্জিনিয়ার যুবককে। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই গত ২৪ তারিখ খজপুরে পাঁচপাড়া গ্রামে চোর সন্দেহে এক যুবককে প্রচন্ড মারধর করা হয়।

ঝাড়গ্রামে ৫০-৬০টি হাতির তাণ্ডব, আতঙ্কে একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ মার্চ : ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের নেপুরা এলাকায় টানা সাত দিন ধরে বিশাল হাতির দলের তাণ্ডবে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়রা বলছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলেই প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি হাতির দল নয়।গ্রামের জঙ্গল থেকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে এবং গভীর রাতে ফের জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে।এই তাণ্ডবে নেপুরা, আমলাদাড়ি, দক্ষিণ রগড়া, ইটামাছুয়া, গড়ধরা ও তেঁতুলিয়া-সহ একাধিক গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইটামাছুয়া গ্রামে খাবারের সন্ধানে একটি বাড়ির দরজা ভেঙে দেয় হাতির দল। পাশাপাশি একটি চারচাকা গাড়ির কাঁচ ভাঙুর করা হয়। চায়ের জমিও ব্যাপক ক্ষতির অভিযোগ উঠেছে। প্রায় শয়ে শয়ে বিঘা রোয়া ধান নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ১০-১২ বিঘা আখ, ২-৩ বিঘা কুমড়া এবং ৫-১০ বিঘা সরে ও লক্ষা চায়েরও বড় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি চাষিদের। ক্ষতিগ্রস্ত এক চাষি অভিযোগ করেন, বনদপ্তর দ্রুত হস্তক্ষেপ করছে না এবং অতীতের ক্ষতিরও ক্ষতিপূরণ দাবি মেলেনি। গ্রামবাসীরা দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

শান্তিই সমৃদ্ধির পথ, যুদ্ধ অবসানে বৈশ্বিক ঐক্যের ডাক ডাঃ কে. এ. পলের

কলকাতা, ৪ মার্চ : বিশ্বের অন্যতম পরিচিত ধর্মপ্রচারক গ্লোবাল পিস ইনিশিয়েটিভ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কে. এ. পল কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে চলমান বৈশ্বিক সংঘাত বন্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও ভৃ-রাজনৈতিক উদ্বেজনা বিশ্ব

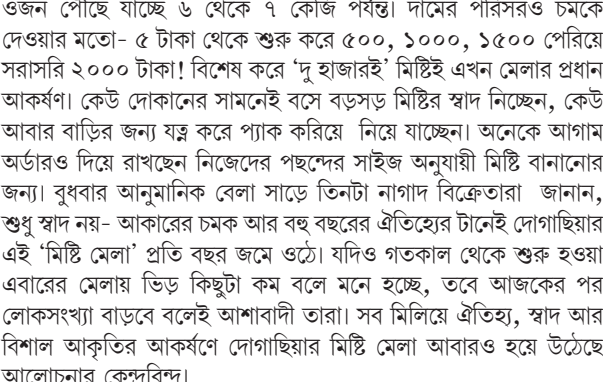


স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি তে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া টেকসই শান্তি সম্ভব নয়। ডাঃ পল দাবি করেন, ১৯৮১ সাল থেকে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জন্মুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সাসে আইনপ্রণেতাদের সামনে বক্তব্য রেখে তিনি বিশ্বব্যাপী সংঘাত অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানা এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। ২২ ফেব্রুয়ারি সোমোয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশ্ শান্তি সমাবেশের কথাও তিনি তুলে ধরেন, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা সংলাপ ও সম্প্রীতির পক্ষে মত দেনা। তাঁর মতে, শান্তি উদ্যোগকে রাজনৈতিক বিভাজন ও মতাদর্শগত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। ডাঃ পল বলেন, যেখানে শান্তি আছে, সেখানে সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন আছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও স্থিতিশীল পরিবেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। সরকার, নাগরিক সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই টেকসই সমাধান সম্ভব বলে তিনি মত দেনা। ডাঃ পল পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ আকারে একটি শান্তি সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে গ্লোবাল পিস ইনিশিয়েটিভে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান এবং স্পষ্ট করেন যে এই আন্দোলন অর্থের চেয়ে অসুগ্রহণ ও সংহতির গুরুত্ব দেয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শান্তি ও উন্নয়ন বিষয়ে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা ও প্রকাশ করেন। চলমান আন্তর্জাতিক সংঘাত প্রসঙ্গে প্রবন্ধে উভয় ডাঃ পল মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায় নিজের সম্পৃক্ততার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং গণতন্ত্র, সংলাপ ও মানবিক সম্পৃক্ততা কে সংঘাত সমাধানের মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বিশ্বনেতা ও নাগরিকদের শান্তির স্বার্থে একবাক্য থাকার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

দোগাছিয়ার ঐতিহ্যবাহী দোল মেলায় ‘দু হাজারি’ মিষ্টির ধুম

প্রচেনোজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ মার্চ : পূর্বস্থলী ১ ব্লক-এর দোগাছিয়ায় প্রায় পাঁচশো বছরের ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসবকে ঘিরে বসেছে চিরচেনা মেলা। তবে এখন আর শুধু দোল মেলা নয়- চারদিকে এটি বেশি পরিচিত ‘মিষ্টি মেলা’ নামেই।

চারদিনের এই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মূল আকর্ষণ বিশাল আকৃতির মিষ্টি, যা দেখতে ও স্বাদ নিতে দূরদূরান্ত থেকে ভিড় করছেন মানুষ। আড়াই থেকে তিন কেজি ছানা দিয়ে তৈরি একেকটি মিষ্টির ওজন পৌঁছে যাচ্ছে ৬ থেকে ৭ কেজি পর্যন্ত। দামের পরিসরও চমকে দেওয়ার মতো- ৫ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০, ১০০০, ১৫০০ পেরিয়ে সরাসরি ২০০০ টাকা! বিশেষ করে ‘দু হাজারি’ মিষ্টিই এখন মেলার প্রধান আকর্ষণ। কেউ দোকানের সামনেই বসে বড়সড় মিষ্টির স্বাদ নিচ্ছেন, কেউ আবার বাড়ির জন্য যন্ত্র করে প্যাক করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে আগাম অর্ডারও দিয়ে রাখছেন নিজেদের পরদের সাইজ অনুযায়ী মিষ্টি বানানোর জন্য। বুধবার আনুমানিক বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ বিক্রেতারা জানান, শুধু স্বাদ নয়- আকারের চামক আর বহু বছরের ঐতিহ্যের টানেই দোগাছিয়ার এই ‘মিষ্টি মেলা’ প্রতি বছর জমে ওঠে। যদিও হতাশাল্য থেকে শুরু হওয়া এবারের মেলায় ভিড় কিছুটা কম বলে মনে হচ্ছে, তবে আজকের পর লোকসংখ্যা বাড়বে বলেই আশাবাদী তারা। সব মিলিয়ে ঐতিহ্য, স্বাদ আর বিশাল আকৃতির আকর্ষণে দোগাছিয়ার মিষ্টি মেলা আবারও হয়ে উঠেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।



মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিয়োগপত্র পেয়ে খুশি এস আই আর কাণ্ডে মৃতর ভাই মাকসদ

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ৪ মার্চ : নেতাজি ইন্টার স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে হোমগার্ডের নিয়োগপত্র পেয়ে খুশি এস আই আর কাণ্ডে মৃতর ভাই মাকসদ সেখা স্ত্রী করিনা বিবি, সন্তান আদি সেখ ও মা মঞ্জু বেওয়া নিয়ে মাকসদ সেখের পরিবার। মাকসদ সেখ জানান, এস পি অফিসের নির্দেশে থানা থেকে পুলিশ এসে দেখা করলে প্রথমে হকচকিয়ে যান। তিনি জানান, চার ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। ছোট ভাই জনি সেখ এস আই আর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহায্য না পেলে আমাদের পরিবার ভেসে যেত। মঞ্জু বেওয়া বলেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছেলের হাতে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে এস আই আর আতঙ্কে দৃশ্চিন্তায় ভুগছিলেন পেশায় হকার জনি সেখ। জানতে সাইর মামাতো বোন পুতুল বিবি জানান, আমার পাশের ঘরেই থাকতো ভাই জনি। আমার কাছের ভাত খেতো। ১৯ জানুয়ারি দুপুরে ভাত খেতে বসে কথা বলছিলেন। যে, এই ওয়ার্ডে ১৭৩ জন স্তন্যানির নোটশ পয়েছেন। আমার কী হবে। তারপর দু’ মূর্ত ভাত খেয়ে উঠে পড়ে। আমি বললাম, কিরে ভাত খেলি না? তখন সে জানায়, একটু ঘুমুবে। কিছু ভাতো লাগেছে না। তারপর দরজায় থিল দিয়ে শুতে যায়। ডাকাতিকিতে দীর্ক্ষণ দরজা না খোলায়, পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দরজা ভেঙে দড়িতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। ভাই, এস আই আর আতঙ্কে আতহত্যা করছে। কারণ সে আতঙ্কে বধতো, আমার কাছে কদমিন যে কাগজ চাইছে, তা নেই আমি কী দেখাবো। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, জনি সেখ রেলওয়ের জায়গাই করে দীর্ঘদিন ছিলেন। রেলওয়ে ট্রেনেদ করে করে তাঁর ঘর ভেঙে দিয়েছিল মঞ্জু বিবি ২০ জানুয়ারি ১১-৩০ নাগাদ ট্রেনে করে কেলকাতা যান নির্বাহন কমিশনের কাছে দিল্লির উদ্দেশ্যে। অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের দিল্লি উড়িয়ে নিয়ে যান প্রতিবাসে সারিলে হাতে।

নদীয়ায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৪ মার্চ : নদীয়ার শান্তিপুুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সুজয় মণ্ডল (২৪)। তাঁর বাড়ি শান্তিপুুরের বাবলা দক্ষিণপাড়া। জানা যায়, এক বছর আগেই এই দিনই জাতীয় সড়ক পার হতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর বাবা গণেশ মণ্ডলের। বাবার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই একই ধরনের দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুজয় মণ্ডল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়ায় সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক সেট দেওয়ার কাজ করতেন। এলাকার নানা জায়গায় অনুষ্ঠানের জন্য তিনি মাইক সেট ভাড়া দিয়েছিলেন। সেই সাউন্ড সিস্টেমগুলির খোঁজখবর নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। অভিযোগ, শান্তিপুুরের বাবলা সদাঁরপাড়া বাইপাস সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে স্থানীয় রাস্তায় ওঠার সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির কালো রঙের গাড়ি তাঁর মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় সুজয় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে

Office of The Chingani Gram Panchayat Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura Notice Inviting e-Tender No.: 09/2025-2026(2 Nd Call) The Prodhon, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for CONSTRUCTION OF STALL FOR CHINGANI SHG SANGHA SAMABAY. Date of start of downloading the documents 02.03.2026 to 09.03.2026 up to 04.30 p.m. Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before 09.03.2026 04.30 p.m. Date of opening of Technical Bid: 12.03.2026 11.00 p.m. For details please visit office of the undersigned and website https://wbttender.gov.in. Sd/- Pradhan Chingani Gram Panchayat
৯-টন ডাল আই আয়ডাফস্টার - এর সরবরাহ ও স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি/এলএমজি/৩২,২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৭-০২-২০২৬। নির্মলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নংঃ ইএল-টিআরডি-এনএফ আর-এলএমজি-ওএই চিই-এম ওডি৫১আর, কাজের নামঃ লামডিং ডিভিশনের অধীনে নতুন বিদ্যুৎবিহিত কেসিনে ওজার্ডেডের রাস্তা (খাঁইহাট) এর জন্য ডালব স্ট্রাপ সহ ৯-টন ডালব আই হ্যাডজাস্টার-এর সরবরাহ এবং স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,১৪,৬২,১৫০ টাকা। বন্ধার ধর্মঃ ২,০৭,৩০০ টাকা। ই-টেন্ডার করা হবে ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

NOTICE INVITING-E.TENDER Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-114 to 119 Published Date- 05/03/2026 at 5.00 PM Bid Submission End Date-13/03/2026 at 5.00 PM Opening Date-16/03/2026 at 11.00 AM http://www.wbtenders.gov.in Prodhon Dhulasimla Gram Panchayat
Office of the Nowpukuria Gram Panchayat VIII – Dholtikari, P.O. – Makhna Falta , South 24 Parganas NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/17 Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of road at 2 (Two) different places. Source of Fund: 15th FC (Untied)/2025-26. Last date of submission of Bid on 13.03.2026 up to 05.00 PM. Bid Opening Date on 16.03.2026 at 11.30 AM. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhon Nowpukuria Gram Panchayat
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপাল টিক ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নির্মলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার রু লাইনের অংশে মহানগর ক্রান্তি কুমার থেকে করি সুভাষ পর্যন্ত এবং ডিউউ ডবল লাইনে কিমি ১৬/১৬ থেকে ২৫/৪ পর্যন্ত রেল লাইনের স্থানান্তর রেল কর্তৃক ভায়াবোর্ডে আসি প্রিগের সংস্কার" কাজের আনুমানিক ধরম: ই ২,৬৮,১৯,৯৩০.০০; বারান্না মূল্য: ই ২৮৯,৪০০.০০; সমাপ্তির সময়কাল: ০৯ (নয়) মাস; বন্ধের তারিখ ও সময়: ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়; টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট/শক্তি, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সাক্ষিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিটিসি-২৫৬৫-২০২৬-(ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন 📍 /metrorailwaykol 📍 /metrorailkolkata

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Short Notice Inviting Quotation off line for the works of :- 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Khatanga High School [H.S.] under Kotshila PS in the District of Purulia."
NIQ No. 41 of 2025-2026
The quotations will be received upto 02:00 pm on 05-03-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbpwd.gov.in
Sd/ M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Gaganabad High School under Adra PS in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Ranga Danga High School under Santuri PS in the District of Purulia." 3. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at ITI Govt College Duarsini under Manbazar PS in the District of Purulia."
NIQ No. 40 of 2025-2026
The quotations will be received upto 02:00pm on 05-03-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbpwd.gov.in
Sd/ M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

Office of the Nowpukuria Gram Panchayat VIII – Dholitikari, P.O. – Makhna Falta , South 24 Parganas NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/18 Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Installation of Tube well at 2(Two) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2025-26. Last date of submission of Bid on 13.03.2026 up to 05.00 PM. Bid Opening Date on 16.03.2026 at 11.30 AM. For details please visit the office of the undersigned on working days.
Sd/-Prodhon Nowpukuria Gram Panchayat
PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Dubra High School under Para PS in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Kashipur M.M. College Central Hostel under Kashipur PS in the District of Purulia."
NIQ No. 39 of 2025-2026
The quotations will be received upto 02:00pm on 05-03-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbpwd.gov.in
Sd/ M. Biswas Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

শ্রী শ্রী গৌরান্ধ মহাপ্রভুর অনপ্রাশনকে ঘিরে সাজে সাজো রব ধামেশ্বর মন্দিরে

দেবশিষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৪ মার্চ : দোল পূর্ণিমায় ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের উৎসব বড় মায়াময়। মঙ্গলবার মহা অভিষেককের পর বুধবার সকাল থেকে ছোট্ট নিমাইয়ের অনপ্রাশনকে ঘিরে সাজো সাজো রব ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে। এখানে প্রতিদিন তিনি দেবতা। কেবল মাত্র একটি দিন দেবতার উর্ধে তিনি সকলের প্রিয়। সারা বছর তিনি আপামর ভক্তের ধামেশ্বর গৌরান্ধ মহাপ্রভু, রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু, শ্রীচৈতন্য। ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে তিনি সে সব কিছুই নন। জগন্নাথ পত্নী শচীমাতার কোল আলো করা সদ্যজাত শিশু নিমাই। পরনে লাল



চেলি, হাতে চুচিকাটি। চারপাশে ছড়ানো ঝিনুক-বাটি, রুমঝুমি। ভক্তিতে বনয়, সেদিন অপত্য মেহে সিক্ত তিনি। পশুপ্তিতে বলেন, ১৪৮৬ সালের দোহে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জন্ম নিলেন গোরাচাঁদ। সেই স্মৃতিকে স্মরণে রাখতে বৈষ্ণবসমাজ দোল পূর্ণিমাকে বদলে দিলেন সৌঁড় পূর্ণিমায়। চৈতন্যজন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পরেও চৈতন্যধামে দোলের দিন তাই শুধুই মহাপ্রভুর অর্পিতাৎ উৎসব। মহাপ্রভুর মন্দিরে, জন্মস্থানে এদিন আবার কুমকুম নয়, প্রস্তুত থাকে সুগন্ধি অভিষেক বারি, পঞ্চমাট্য। দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠলেই ছেড়ে ওঠে শতকে শাঁখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মণিরা। শুরু হয়ে যায় মহাভিষেক। চৈতন্য বিগ্রহের প্রতীক হিসেবে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে পূজিত ‘রাজরাজেশ্বর’ শিলাকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানোর পর ষোড়শোপচারে হয় অভিষেক বা অন্য ‘ভাতকর্ম’। গৌরান্ধেশ্বরের পূর্বদিকে হয় শিশুর চেলি। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় কীর্তন থেকে আরতির সুর। নাটমন্দিরের নবত্ব খানার সাজে আলাপ জমায় বসন্ত রাগে। লালচেলিতে শিশু সানাই ধামেশ্বর মহাপ্রভুর দর্লত দর্শনে ভক্তেরা আসেন শিশুর খেলনা নিয়ে। খাদ্য তালিকায়, তরকারি থেকে মিষ্টি, সবই থাকে ৫৬ রকম করে। রুপোর থালা বাটি গ্রাসে খরে

এই অনপ্রাশন উৎসবের শুরু টিক কবে, তা নিয়ে কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই। যেমন জানা যায় না, কী ভাবে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি আন্তর্জাতিকে উৎসবে বদলে গেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্তদের তৎপরতা এবং উদ্যোগে দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উৎসব পালনের ঝোঁক বাড়ল। দোলপূর্ণিমা হয়ে উঠল সৌঁড়পূর্ণিমা। নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্ব পাড়ে মায়াপুরে গড়ে উঠল সাগর পাড়ের বিদেশি বৈষ্ণব ভক্তদের মঠ। বিদেশিদের বিপুল অর্থ এবং নিখুঁত পরিকল্পনায় পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে মায়াপুর ও নবদ্বীপের দোল তথা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবতিথি উৎসবকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে মহাপ্রভু বাড়ির উৎসবে আড়ম্বরের ছোঁয়া লাগে একশো বছর আগে শচীদামন গোস্বামীর সময়ে। মহাপ্রভুর অন্যতম সবেহিত সূনি গোস্বামীর মতে অনপ্রাশনের দিন তিনি যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন। তিনি এদিন জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবের কাল আলো করা আদরের ধন নিমাই বা বিশুদ্ধা। তাই নিমাইয়ের অনপ্রাশনে ঝিনুক-বাটি থেকে রুমঝুমি, চুচিকাটি থেকে খেলনা বাদ থাকে না কিছুই। এই অনপ্রাশন উৎসবের আর এক নাম ‘জগন্নাথ উৎসব’।

তিন দলছুট বাইসনের লোকালয়ে তাণ্ডব, তীব্র আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ : রঙের উৎসবের আবহে হঠাৎ বিপত্তি! জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতির বাইসন। হোলির দিন সাতসকালে আহত হলেন এক মহিলা এবং এক পুরুষ। বুধবার ভোর বেলায় তিন দলছুট বাইসন জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় জলপাইগুড়ির উত্তর শালবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, এদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তিনটি দলছুট বাইসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানারহাট ব্লকের উত্তর শালবাড়ি এলাকায় ব্যাপক উদ্বেজনা ছড়ায়। এদিন ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে তিনটি বুনে বাইসনকে গ্রামে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৌতূহলী গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় এলাকায়। পরিস্থিতি দ্রুত উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। বাইসনের হামলায় আহত হন এক মহিলা ও এক পুরুষ।

পাশাপাশি কয়েকটি গবাদি পশুও জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিমাগুপ্তি বন্যপ্রাণ স্কোয়াড, মরাঘাট রেঞ্জ ও নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। নাথুয়া রেঞ্জের কিউআর টিমও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেবে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর বন দফতরের তরফে একটি বাইসনকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা সম্ভব হয়। বাকি দু’টি বাইসন এখনও প্রায় সাতশৎ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে খবর। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজন পড়লে সেগুলিকেও ট্রাক্‌লাইজ করে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হবে। এদিকে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার স্বার্থে মাইকিং করে বাড়ির ভিতরে থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় ভিড় না করারও নির্দেশ দিয়েছে বন দফতর। ঘটনার খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি জেলার এডিএফ

সবুজ-মেরুন সমর্থকদের জন্য বিশেষ উপহার, এবার বিনামূল্যে মিলবে টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চঃ গত কয়েক বছর ধরেই দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে আসছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। একের পর এক শক্তিশালী দলকে অনায়াসেই টেকা দিয়েছে কলকাতার এই প্রধান। বর্তমান সময়ের নিরিখে দেশের অন্যতম সফল ক্লাবগুলির একটি মোহনবাগান। এবারও খুব একটা বদল হয়নি। সিজনের শুরুতেই ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলেছে সবুজ-মেরুন। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, গতবরের ধারা বলায় রেখেই এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে চূড়ান্ত সাফল্য চান বাগান ফুটবলাররা। সেইমতো দুরন্ত শুরু করেছে মেরিনার্স। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে



শুরু করে মোহাইয়িন এফসি সহ পড়শী ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে মোহনবাগান। আগামী ৬ই মার্চ তাঁদের পরবর্তী ম্যাচ যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ওড়িশা এফসি। এখন সেই ম্যাচের দিকেই নজর রয়েছে প্রত্যেকের। তবে এসবের মাঝেই গতকাল থেকে দর্শকদের উপস্থিতি নিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক প্রশ্ন। প্রথমদিকে ফেডারেশনের তরফে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের কথা জানানো হলেও পরবর্তীতে সীমিত সংখ্যক দর্শক নিয়ে ম্যাচ পরিচালনার কথা উঠে আসে। যদিও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি যে কত সংখ্যক সমর্থক এদিন প্রবেশ করতে পারবেন স্টেডিয়ামে। তবে এসবের মাঝেই সকলকে চমকে দিয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা করলেন সঞ্জীব গোস্বামী। বেশ কিছুক্ষণ আগেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অফিসিয়াল পেজ থেকে আপলোড করা হয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ বিবৃতি। যেখানে বলা হয়, ‘হেলি এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমরা মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছি। প্রতিটি সমর্থক ওড়িশার বিরুদ্ধে আমাদের আসন্ন হোম ম্যাচের জন্য দুটি বিনামূল্যে সাধারণ টিকিট পাবেন।’ আরও বলেন, ‘‘এই ক্লাব আপনাদের সমর্থনের কারণে মাথা ঠুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা আমাদের শক্তি, এবং আপনারা আমাদের কাছে সবকিছু। এই মুহূর্তটি আমাদের সবুজ- মেরুন পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেইসাথে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও জানাচ্ছি।’’

আসন্ন সিরিজেই মাঠে ফিরছেন রো-কো!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ মার্চঃ দীর্ঘ ৩ বছর পর নিউজিল্যান্ডে সিরিজ খেলবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেই সফরে পাঁচটি ওয়ানডে, তিনটি টি-টোয়েন্টি এবং দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। প্রাথমিক সূচিতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সংখ্যা বেশি থাকার কথা থাকলেও, ‘বাণিজ্যিক স্বার্থে’ পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে ওয়ানডে ম্যাচের সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচটি করা হয়েছে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ কমিয়ে তিনটিতে নামানো হয়েছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে আসছে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির জনপ্রিয়তা। দু’জনেই বর্তমানে শুধু ৫০ ওভারের ফরম্যাটে সক্রিয়। তাই নিউজিল্যান্ডের দর্শকরা যাতে তাঁদের আরও বেশি করে মাঠে দেখতে পান, সেই ভাবনা থেকেই নাকি এই সিদ্ধান্ত। সূত্রের খবর, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এই প্রস্তাব দিয়েছিল এবং ভারতীয় বোর্ড তাতে সম্মতি জানিয়েছে। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত ও কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেন। এরপর ২০২৫ সালের মে মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন দু’জনেই। এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেটমহলে এক বিরাট চমক তৈরি করেছিল। ফলে এখন তারা কেবলমাত্র ওয়ানডে ফরম্যাটেই দেশের জার্সিতে খেলছেন। তবে সীমিত ফরম্যাটে তাঁদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রমাণ



করে দিয়েছে, এখনও বড় মঞ্চে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা তাঁদের আছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে রোহিত ও কোহলি দু’জনেই দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজেও তাঁদের ব্যাটে সেই ঝলক দেখা যায়। সমালোচকদের একাংশ মনে করছিলেন, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে তারা খেলবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে সেই সংশয় অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন এই জুটি। ওয়ানডে ফরম্যাট নিয়ে যখন

নানা প্রশ্ন উঠছিল, তখন রোহিত-কোহলির উপস্থিতি নতুন করে আগ্রহ জাগিয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। তাঁদের ব্যাটিংই নাকি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দর্শক টানার বড় কারণ হয়ে উঠেছে। নিউজিল্যান্ড সফরের আগে দু’জনকেই দেখা যাবে আইপিএল ২০২৬-এ। কোহলি খেলবেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেন্দ্রলুর হয়ে, আর রোহিত নামবেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে। সব মিলিয়ে ২০২৬ মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষা করছে একাধিক বড় আকর্ষণ।

তলানির দলের বিপক্ষে হেরে গেল লিভারপুল

সংবাদ উলভারহাম্পটন, ৪ মার্চঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরেছে লিভারপুল। ডিসেম্বরে আসরে প্রথম দেখায় উলভারহাম্পটনের



মাঠে ২-১ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। এবার টিক উন্টো ফলে তেতো স্বাদ পেল দলটি। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন জয়ের পর হারল লিভারপুল। আসরে নবম হারের পর, ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে তারা। সমান ৫১ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চার নম্বরে অ্যাস্টন ভিলা। একচেটিয়া চাপ ধরে রেখেও

জালের দেখা পাচ্ছিল না লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ পায় তারা। উগো একটিকের হেড পাস পেয়ে খুব কাছ থেকে শট নেন কোডি হাকপো, কিন্তু বল লাগে ডি-বক্সে ঢুকে, একজনের চ্যাঙ্গে সামলে দারুণ চিপ শটে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন রজিগো গোস্কা। পিছিয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট পরেই অর্ধশ সময় ফেরে লিভারপুল। প্রতিপক্ষের একটি ভুল পাস ধরে, ডি-বক্সে ঢুকে তাদের দুইজনের মধ্যে দিয়ে শটে গোলাট করেন সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে নিজের ১০ ম্যাচ পর অবশেষে গোলের দেখা পেলেন সালাহ। আসরে সবশেষ গোল করেছিলেন গত নভেম্বরে, অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে। এবারের লিগে তার গোল হলো পাঁচটি। পরে যদিও লিভারপুলের সন পরিকল্পনা আবার গড়বড় করে দেয় উলভারহাম্পটন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আন্দ্রেস শটে বল জো গোস্কারে পায়। লেগে একটি দিক পাল্টে আলিসনের ওপর দিয়ে জালে জড়ায়। এবারের লিগে ৬০ ম্যাচ খেলে কেবল তৃতীয় জয়ের দেখা পেল উলভারহাম্পটন। তবে এই জয় দলটির সামনের পথচলায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত অবশ্য সবার নিচেই থাকছে তারা।

ভারতকে হুমকি হ্যারি ব্রুকের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ মার্চঃ আগ ও একবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ চারে মুখোমুখি ও ইংল্যান্ড ২০২২, ২০২৪ এর পর আবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি এই দুই দল। আগামীকাল মুম্বইয়ে মুখোমুখি হবেন সূর্যকুমার পড্ডার পাঁচ মিনিট পরেই অর্ধশ সময় ফেরে লিভারপুল। প্রতিপক্ষের একটি ভুল পাস ধরে, ডি-বক্সে ঢুকে তাদের দুইজনের মধ্যে দিয়ে শটে গোলাট করেন সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে নিজের ১০ ম্যাচ পর অবশেষে গোলের দেখা পেলেন সালাহ। আসরে সবশেষ গোল করেছিলেন গত নভেম্বরে, অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে। এবারের লিগে তার গোল হলো পাঁচটি। পরে যদিও লিভারপুলের সন পরিকল্পনা আবার গড়বড় করে দেয় উলভারহাম্পটন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আন্দ্রেস শটে বল জো গোস্কারে পায়। লেগে একটি দিক পাল্টে আলিসনের ওপর দিয়ে জালে জড়ায়। এবারের লিগে ৬০ ম্যাচ খেলে কেবল তৃতীয় জয়ের দেখা পেল উলভারহাম্পটন। তবে এই জয় দলটির সামনের পথচলায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত অবশ্য সবার নিচেই থাকছে তারা।

জরিমানা বহাল, শাস্তি কমল অর্ধেক বাগানকে স্বস্তি এআইএফএফের!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চঃ হোলি মানেই রঙের উৎসব। এই রঙের উৎসবেই ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে বিবাদ চরমে পৌঁছে গেল মোহনবাগান সুপারজায়েন্টের। গতকালই এআইএফএফ-এর তরফে বাগান ম্যানেজমেন্টকে জানানো হয়, কেরালা ম্যাচে হওয়া অভব্যতার জন্য বাগানকে চোকাতে হবে বড় মূল্য। আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি দর্শকশূন্য মাঠে খেলতে হবে আগামী হোম ম্যাচ। এই নিরোই সংঘাত চরমে পৌঁছে যায়। বাগানের পরবর্তী হোম ম্যাচ ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে, আগামী শুক্রবার। সেই ম্যাচে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই খেলতে হত দিমি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসদের। তবে রাতের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে বাগানকে স্বস্তি দিয়েছে এআইএফএফ। মঙ্গলবার দুপুরে মোহনবাগানের তরফে সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দেওয়া হয়, ‘কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে সমর্থকদের অভ্যিযোগ ও প্রমান পাওয়া গিয়েছে। সেই জন্য ক্লাবকে জরিমানা করা হয়েছে। ক্লাব জরিমানা মেনেও নিয়েছে। এছাড়াও সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা আগামী ওড়িশা ম্যাচের দিন স্টেডিয়াম বন্ধ করে ম্যাচ করার নির্দেশ দিয়েছে।’

এরপরেই ফ্লোডে ফেটে পড়েন বাগান সমর্থকরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এআইএফএফ জানিয়ে দেয়, গত সিজনে বেঙ্গালুরু ম্যাচে বাগান সমর্থকদের ছোঁড়া বাজির ফলে আহত হন বেশ কিছু বেঙ্গালুরু সমর্থক। তখনই সর্বভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা সবুজ-মেরুনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, আবার একই ঘটনা ঘটলে

‘‘মঙ্গলবার সকালে মোহনবাগান দল এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। সমর্থকরা অবশ্যই কোনও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সঙ্গে দর্শকদের সুরক্ষাও সমান জরুরি, যা নিশ্চিত করা প্রধান লক্ষ্য।’’ এসবের মধ্যেই আবার সমর্থকদের উপহার দিলেন মোহনবাগান দলের মালিক সঞ্জীব গোস্বামী। প্রতিবছর, একটি করে



আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি এক ম্যাচ দর্শকশূন্য মাঠেও খেলতে হবে বাগানকে। একই জিনিস গত ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধেও ঘটেছিল। তাই শাস্তির কথা বলা হয়। তবে রাতের দিকে জানানো হয়, সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম বন্ধ করে খেলার বদলে স্টেডিয়াম আংশিক খোলা থাকবে। অর্ধেক সমর্থক মাঠে গিয়ে দলকে সমর্থন করতে পারবেন। ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণ বলেছেন,

হোম ম্যাচ তিনি দর্শকদের নিখরচায় দেখাশুনা করে দেন। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। দর্শকদের জন্য আগামী ওড়িশা ম্যাচ নিখরচায় দেখার সুযোগ দিলেন গোস্বামী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ওড়িশা ম্যাচের জন্য প্রত্যেক সমর্থককে বিনামূল্যে ২টি করে টিকিট দেওয়া হবে। এই খবরে খুশি সমর্থকরা। অর্ধেক গ্যালারিও সম্পূর্ণ ভরবে এই সিদ্ধান্তে, আশা করছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

সেমিফাইনালে ব্রুকেরই এগিয়ে রাখলেন মাইকেল ভন!

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৪ মার্চঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খিবে এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। ভারত ও ইংল্যান্ডের মহারণের আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবার বিতর্ক উসকে দিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক

স্পিন বিভাগে সেবা। ছোট ছোট যে বিষয়গুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যেমন, ফিল্ডিং, রান নেওয়া সেগুলো ইংল্যান্ড অসাধারণ ভাবে করছে। আমরা মনে হয় মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডই এগিয়ে থাকবে।’’ চলতি বিশ্বকাপে



মাইকেল ভন। তার মতে, স্পিন আক্রমণের দিক থেকে ইংল্যান্ড ভারতকেও ছাপিয়ে গেছে। হ্যারি ব্রুকের দল সহজেই এই জয় খিনিয়ে নিতে পারে ভারতের থেকে। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘‘ইংল্যান্ডের স্পিন আক্রমণ ভারতের চেয়ে ভালো। আদিল রশিদ, লিয়াম ডসন এবং উইল জ্যাকস এই বিশ্বকাপে

মাইকেল ভনের মন্তব্যে অনেকের প্রশ্ন তুলছেন। কারণ ভারতের স্পিন আক্রমণও কম শক্তিশালী নয়। বিশেষ করে বরুণ চক্রবর্তী চলতি আসরে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। তাঁর বুলিতে ইতিমধ্যেই ১২টি উইকেট রয়েছে, যা এই বিশ্বকাপে যে কোনও স্পিনারের মধ্যে সর্বাধিক। গড় ১৫.৬৩ এবং ইকোনমি ৭.৬৬। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে তিনি কতটা কার্যকর। চলতি বিশ্বকাপে বরুণের পারফরম্যান্সের জেরেই প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি কুলদীপ যাদবের। ভারতের স্পিন বিভাগে অক্ষর পটেলও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মাঝের ওভারগুলোতে রান আটকানো এবং প্রয়োজনে উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি কার্যকর হয়েছেন। মুম্বইয়ের পিচ স্পিনারদের সহায়ক হলে ভারতীয় স্পিন জুটিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব মিলিয়ে সেমিফাইনাল খিবে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। ভনের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্যি প্রমাণিত হয়, তা সময়ই বলবে। তবে একথা নিশ্চিত, ভারত বনাম ইংল্যান্ড লড়াইয়ে স্পিনারদের ভূমিকাই হতে চলেছে নির্ণায়ক।

৩ গোলে ম্যাচ জিতেও বিদায় বার্সেলোনার, ফাইনালে আতলেতিকো

‘অসম্ভবকে সম্ভব’ করার কথা বলেছিলেন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিন গোল করে অবিশ্বাস্য কিছুর আশাও জাগান তার খেলোয়াড়রা। তবে পরে আর নাটকীয় কিছু হলো না। দীর্ঘ এক যুগ পর কোপা দেল রের ফাইনালে উঠল আতলেতিকো মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ৪ মার্চঃ কাল্প ন্যূয়ে মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে বার্সেলোনা ৩-০ গোলে জিতলেও, দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলের অগ্রগামিতায় শিরোপার মঞ্চে জায়গা করে নেয় দিয়েগো সিমোগুয়ের দল। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে প্রথমধৌ দুই গোল করে বার্সেলোনা। মার্ক বের্নাল দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। নিজের দ্বিতীয় গোল করলেন যখন বের্নাল, তখনও বাকি ছিল নির্ধারিত সময়ের ১৮ মিনিট, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আরেকটি গোলের দেখা আর পায়নি গতবরেরে চ্যাম্পিয়নরা। ২০১২-১৩ মরসুমে দশমবারের মতো এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জয়ের পর, এই প্রথম ফাইনালে উঠল আতলেতিকো। ঘরের মাঠে কতটা দাপট দেখিয়েছে বার্সেলোনা, সেটার প্রমাণ পরিসংখ্যানেও ফুটে উঠছে। প্রায় ৭১ শতাংশ পক্ষেজন রেখে গোলের জন্য ২১টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে কাতালান দলটি। আতলেতিকোর সাত শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। চার গোলের ব্যবধান ষোচাতে শুরু থেকে আক্রমণ করতে থাকে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় মিনিটেই গোল পেতে পারত তারা। বক্সের বাইরে থেকে ফের্মিন লোপেসের বুলেট গতিতে শট লাফিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন আতলেতিকো গোলরক্ষক হুয়ান মুসোস। দ্বাদশ মিনিটে বড় এক ধাক্কা খায় আয়োজকরা। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার জুল কুদো। তার বদলি নামেন তরুণ ডিফেন্ডার আলোসদ্রো বান্দে। চতুর্দশ মিনিটে একটি হাফ-চান্স পায় বার্সেলোনা, কিন্তু রাফিনিয়ার

নিচু শট পাশের জালে লাগে। একটু পর বেন্যালের শট অনায়াসে ঠেকান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক মুসোস। ২২তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান ফেরমান টরেস, কিন্তু ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে



পারেননি তিনি। বেশিরভাগ সময় ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকা আতলেতিকো ২৭তম মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় একটি। তবে বক্সের পোষ্ট থেকে অতোয়ান গির্জমানের শট ঠেকাতে বেগ পেতে হয়নি হোয়ান গার্সিয়াকে। ২৯তম মিনিটে তরসের নিচু শট রাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন মুসোস আর হুই কর্নার থেকেই এগিয়ে যায় বার্সেলোনা।

ছোট করে নেওয়া কর্নারে বল পেয়ে বাঁ দিক দিয়ে দারুণ নেপুণ্যে বক্সে ঢুকে গোলমুখে পাস দেন লামিনে ইয়ামাল, সহজেই জালে পাঠান অরক্ষিত বের্নাল। ৩৪তম মিনিটে রাফিনিয়ার হেড অক্সের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। প্রথমার্ধের

মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শট নেন আতলেতিকোর হলিয়ান আলভারেস। রাঁপিয়ে জাল অক্ষত রাখেন গার্সিয়া। পরের মিনিটে রাফিনিয়ার ফ্রি-কিক ফিরিয়ে দেন মুসোস। ৫৫তম মিনিটে দুর্দান্ত সেডে জোয়াও কালেলোকে হত্যা করেন মুসোস। পরের মিনিটে বেন্যালের শটও ঠেকান তিনি, যদিও এ যাত্রায় অফসাইডে ছিলেন রাফিনিয়া। ৬৪তম মিনিটে জোড়া পরিবর্তন আনেন ফ্লিক লোপেজ ও টরসের জায়গায় দানি ওলমো ও মার্কাস রায়শফোর্ডকে নামান তিনি। শুরুতে কুদোর বদলি নামা বান্দে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন ৭১তম মিনিটে। তার বদলি নামেন রোনাল্দ অরাউহো। পরের মিনিটেই স্কোরলাইন ৩-০ করে ফেলে বার্সেলোনা। কালেলোর ক্রসে ছয় গজ বক্সে ভলিতে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বের্নাল। দুই লেগ মিলিয়ে সমতা ফেরাতে তখন আর একটি গোল চাই বার্সেলোনার। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট বাকি থাকতে ভালো একটি সুযোগ পান বার্সেলোনার জেরার্দ মার্তিন, তার শট ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে বাইরে মেরে সুযোগ হারান আতলেতিকোর আলেকজান্ডার সরলখ। পরের মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ইয়ামাল। বাকি সময় আর কোনো সুযোগ পায়নি কেউ। ফাইনালে ওটার উল্লাসে মাতে আতলেতিকো। শিরোপা লড়াইয়ে রিয়াল সোসিয়েদাদ অথবা আথলেতিক বিলাবাওয়ের মুখোমুখি হবে সিমোগুয়ের দল।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • ১ মার্চ ২০২৬

পাঁচটি বিশেষ রোগের সমাধান

- “স্ট্রেস”-কে জয় করতে
- ডাক্তার ছাড়াই মুখগত্বব্বের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমেও সমীক্ষা
- হাটু ও কোমরের ব্যথায় কখন অপারেশন প্রয়োজন
- সাদে কাড়িয়াক অ্যারেস্ট ও আই সি ডি
- “কোলন ক্যান্সার” জীবনমাত্রার পরিবর্তনই শ্রেয়
- সুগারে অনেক ক্ষতি
- কিডনির ভালো-মন্দ
- হার্টের অসুখ
- লিভারের সমস্যা
- দৈনন্দিন অভ্যাসেই নিয়ন্ত্রণ কোলেস্টেরল
- হার্টের অসুখ-স্বাস্থ্য ও পোরোসিস
- হোলির দিনে রঙ থেকে সাবধান

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন